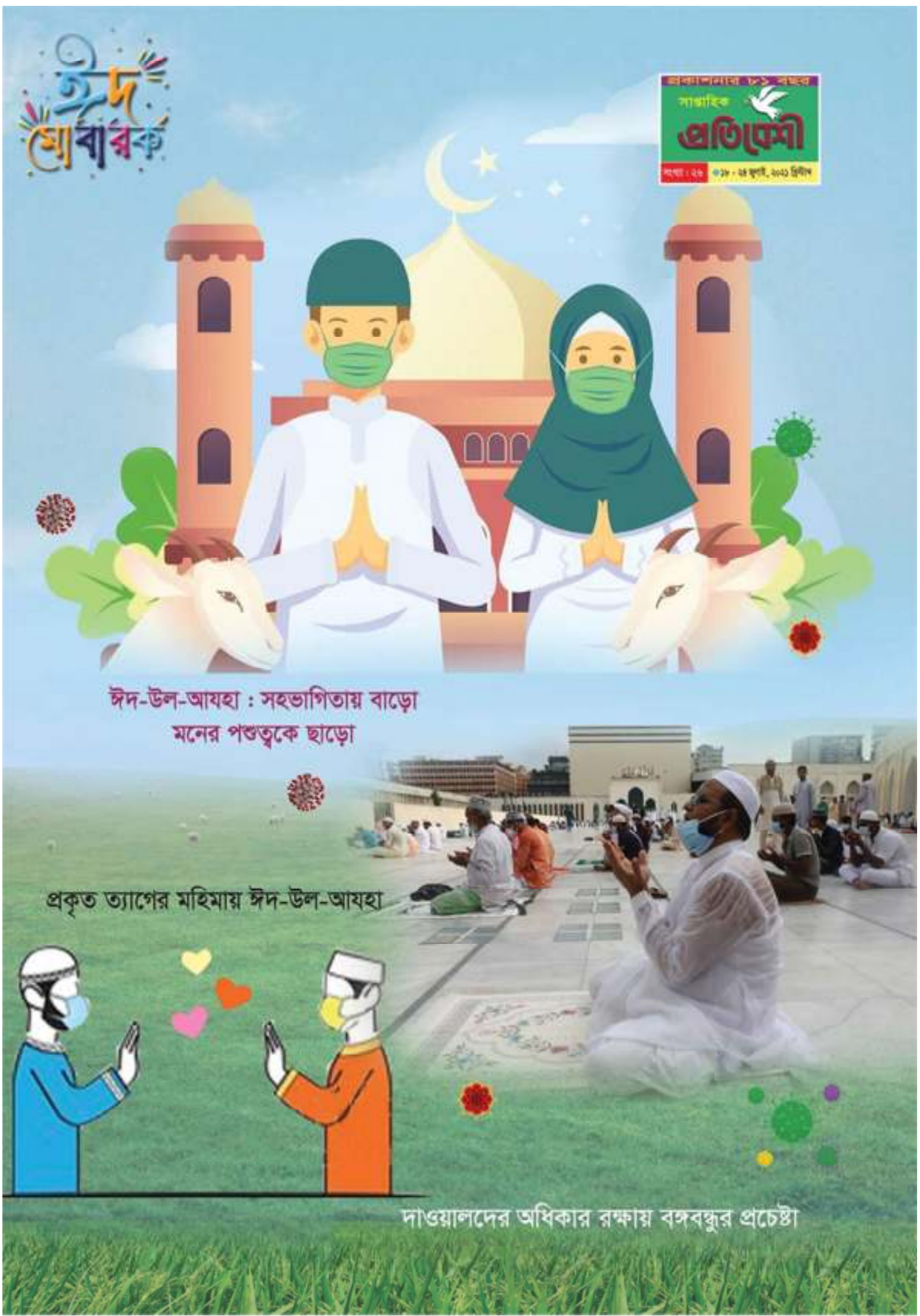

ঈদ মোবারক
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
ঈদ-উল-আযহা : সহভাগিতায় বাড়ো
মনের পশুত্বকে ছাড়ো
প্রকৃত ত্যাগের মহিমায় ঈদ-উল-আযহা
দাওয়ালদের অধিকার রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টা

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

জেরোম সরকার
জন্ম : ৩০ আগস্ট, ১৯৩৫
মৃত্যু : ২২ জুলাই, ২০১৭
স্ত্রী : মারীয়া সরকার (প্রয়াত)
পিতা : জন সরকার (প্রয়াত)
মাতা : আন্না অপর্ণা সরকার (প্রয়াত)

Our Hero

You held our hands when we were small
You caught us when we fell
You're the **H**ero of our childhood
And our later years as well

And every time we think of you
Our **H**earts still fill with **Pride**
Though we'll always miss you **Papa**
We know you're by our sides

In laughter and in sorrow
In sunshine and through rain
We know you're watching over us
Until we meet again.

কর্মজীবন এবং যে সকল সংস্থা/সংগঠনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন:

- তদানীন্তন Glaxo Pharmaceutical Company - তে চাকুরী জীবনের শুরু।
- স্বাধীনতার কিছুদিন পর RDRS এ যোগদান করেন। দিনাজপুর এবং রংপুরে কর্মরত ছিলেন অনেক দিন। শেষ বছরগুলোতে ঢাকাতে প্রধান কার্যালয়ে REDU (Research, Evaluation & Documentation Unit) এ কাজ করেন। চূড়ান্তভাবে অবসর গ্রহণ করেন 'উপদেষ্টা' হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায়।
- লক্ষীবাজারস্থ পবিত্র ক্রুশ গির্জার হোটেলের LEGION OF MARY এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অনেক বছর। পালকীয় পরিষদের সদস্যও ছিলেন দীর্ঘ সময়।
- কারিতাস বাংলাদেশের GB এবং EB এর সদস্য ছিলেন বেশ কয়েক বছর।
- দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি এর ফাউন্ডার সদস্যদের একজন / দ্বিতীয় (১৯৭০-৭১) ও তৃতীয় (১৯৭১-৭৩) প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
- দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন ঢাকাতে এক সময় একজন ডিরেক্টর এবং ক্রেডিট কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্বে ছিলেন।
- Wari Christian Cemetery এর Secretary হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন প্রায় ১৫ বছর।
- ঠাকুরগাঁতে কর্মরত অবস্থায় অনেক আদিবাসীর কর্মসংস্থান করেছেন এবং তাদের কয়েকজনকে নিয়ে গির্জার গানের দল গঠন এবং পরিচালনা করেন।
- তিনি একজন সংগীত অনুরাগী ছিলেন, লক্ষীবাজারস্থ পবিত্র ক্রুশের গির্জার ইংরেজী গানের দলকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং তাদের সহযোগী হিসাবে সব সময় অংশগ্রহণ করেছেন।
- অবসর গ্রহণ করার পর কিছুদিন তিনি Missionaries of Charity (MC) এবং RNDM - এর ASPIRANT এবং NOVICE - দের মৌখিক ইংরেজী শিক্ষার দায়িত্বও পালন করেন।
- বিভিন্ন পত্রিকায় যেমন ইংরেজী দৈনিক The Daily Star, সাপ্তাহিক Dhaka Courier - এ এক সময় লেখালেখি করতেন।

কয়েক বছর আগে, আমেরিকান লেখক David Beckmann এর লেখা বই Exodus from Hunger: We are called to change the Politics of Hunger-এ ছাপানোর জন্য JEROME SARKAR কে নিজের জীবন সম্পর্কে একটা লেখা পাঠাতে বলেন। পরে লেখাটি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। সেই লেখাটির অংশবিশেষ নিচে মুদ্রণ করা হলো যা JEROME SARKAR এর জীবন সম্পর্কে ধারণার প্রতিফলক:

"I started my life in poverty and now, though not a moneyed man, I am contented. I have been enriched by life's experiences through thick and thin. Faith in my Creator, courage to accept help from friends, and a growing sense of responsibility toward others have led me to meaningful living and satisfaction.

Looking back, I offer these observations:

a. Poverty is not a curse. Poverty brings us closer to Almighty God. Bangladesh is home to millions of poor people and the poor know that God is with them. Who else do they need?

b. Friendship between the wealthy and the poor can benefit both. The wealthy can help the less fortunate better their living condition and, in the process, find meaning as a worker in God's plan.

c. Bangladesh was known by the whole world as the poorest of the poor. Despite many flaws even today, Bangladesh has made tremendous strides toward development over the years.

d. The United States was always considered the most powerful and wealthy nation. Americans always had their say about the poverty, backwardness, and rights conditions in other countries. Nobody ever dared to talk about them. Interestingly, today, even in Bangladesh, conscious groups talk about poverty in America, human rights violation by Americans, and under development in certain sections of the American community. Yet the process of introspection has started, and some Americans are taking steps to veer the ship to the right direction for the U.S.A. and the globe at large."

সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জনদের প্রতি আমাদের পাপা/দাদা/দাদার আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনার অনুরোধ রাখছি। আমাদের জন্যও প্রার্থনা করবেন, আমরা যেন তাঁর গড়া পরিবারের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারি।

কৃতজ্ঞতায়,
জন-বেবী, কৃপা, তীর্থ এবং অর্ঘ্য
ফিলিপ-জয়া, এলেন এবং এঞ্জেলা
মালা-মিঠু এবং আর্থার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ২৬
১৮ - ২৪ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
০৩ - ০৯ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visi: : www.weekly.pra:ibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

শুধু পশু নয় পশুত্বও কোরবানী হোক

মুসলমান ভাইবোনদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানির ঈদ। এ বছর বাংলাদেশে তা পালিত হবে ২১ জুলাই। শাব্দিক অর্থেই ঈদ মানে আনন্দ আর আযহা মানে ত্যাগ। তাই ঈদ-উল-আযহার প্রকৃত আনন্দটা হলো ত্যাগময় দানের মধ্যে। প্রকৃত ত্যাগ ছাড়া প্রকৃত আনন্দ হতে পারে না। ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানির ইতিহাস থেকেও আমরা এই সত্যিটা জানতে পারি। মহান আল্লাহ প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহিমকে (আব্রাহাম) তার প্রিয় বস্তুকে নিবেদন করার আদেশ দেন। ইব্রাহিম বুঝতে পারলেন, তার সবচেয়ে প্রিয় অর্থাৎ পুত্র ইসমাইলকে (ইসায়াক) চাচ্ছেন ঈশ্বর। স্বাভাবিকভাবেই আমরা চিন্তা করতে পারি, হযরত ইব্রাহিম (আব্রাহাম) আপন পুত্রকে কোরবানী দিতে কতটা কষ্ট পেয়েছেন। নিজের থেকে প্রিয় সন্তানকে উৎসর্গ করা কতটা কষ্টের তা একজন পিতা বুঝতে পারেন। ইব্রাহিম আল্লাহর প্রতি এতই অনুগত ছিলেন যে, তিনি তার নিজ পুত্রকে কোরবানি দিতে প্রস্তুত হন। সন্তানকে নিয়ে এগিয়ে চলেন আল্লাহর ইচ্ছা পালন করতে। কিন্তু আল্লাহ, তাঁর প্রিয় ইব্রাহিমের বাধ্যতায় ও আত্ম-সমর্পণে প্রীত হয়ে তার পুত্রকে রক্ষা করেন এবং কোরবানির জন্য পশু যুগিয়ে দেন। এমনিভাবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইচ্ছা পালন করে ইব্রাহিম সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করেছিলেন। কোরবানির বিশেষ উদ্দেশ্য হলো - সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে নিবেদন করা এবং বাধ্য থাকা।

কোরবানির উদ্দেশ্য অবশ্যই সৎ হতে হবে এবং তাতে ত্যাগের বহিঃপ্রকাশ করতে হবে। নিজেকে প্রদর্শন ইচ্ছা ও অহঙ্কারমুক্ত হতে হবে। ঈদ-উল-আযহায় পশু কোরবানি দেয়া সামর্থবানদের জন্য ওয়াজিব। কোরবানকৃত পশুর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ গরিব মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করতে হয় যাতে তারাও ঈদের আনন্দে শরিক হতে পারে। পশু কোরবানির মাধ্যমে শয়তান প্ররোচিত পাশবিকতা দূর হয়। এর দ্বারা তাকওয়া অর্জিত হয়। কোরবানির মাংস ভক্ষণ ও লোক দেখানো মাংস বিতরণের মধ্যে ঈদ উৎসব যেন সীমাবদ্ধ করে না রাখি। পশু কোরবানি ও কোরবানির সেই মাংসসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহভাগিতা একজন মানুষের মনের পশুকে বশ করে নিজেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত করে। পশু কোরবানির সাথে সাথে যেন নিজ নিজ মনের পশুত্বকে যথা হিংসা, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, ভোগ-বিলাসিতা, মন্দ বাসনা, অন্যের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদিকে কোরবানি দিতে পারি।

মহামারী করোনাভাইরাস আমাদের ঈদ-উল-আযহার বাহ্যিক আনন্দের মাত্রা কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে সত্যি কিন্তু ঈদ-উল-আযহার মূল শিক্ষা পালন করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আর তা হলো পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ানো ও সৃষ্টিকর্তার বাধ্য হয়ে চলা। করোনাভাইরাসের কারণে অনেকে চাকুরি হারিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মার খেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। ফলশ্রুতিতে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের পক্ষেই একাকী পশু কোরবানি দেওয়া সম্ভব হবেনা। এখানেই সুযোগ এসেছে পরস্পরের সাথে একাত্ম হয়ে ও সহভাগিতা করে কোরবানির ব্যবস্থা করা এবং স্রষ্টার আশির্বাদ গ্রহণ করা। তার জন্য দরকার নিজ অহমিকা ত্যাগ করা। ঈদ-উল-আযহা পালনের সঙ্গে হজ্জ পালনের একটা বিষয় জড়িত। সামর্থবানরা হজ্জ পালনের মধ্যদিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন। ধর্মীয় অনুশাসন পালনের সাথে সাথে প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়েও আমরা সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হয়ে ওঠতে পারি। মানুষকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব নয়। তাই মানুষের মঙ্গল করার মধ্যদিয়েই সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করি। মানুষের মঙ্গল করা থেকে যা আমাদেরকে নিবৃত করে তা পশুত্বের মনোভাব। অর্থাৎ আমাদের মধ্যকার স্বার্থপরতা, রেষারেষি, হানাহানি, মারামারি, রাগারাগি, চেচামেচি, জোর-জবরদস্তি, ক্ষমতার দাপট ইত্যাদিকে কোরবানি দিয়ে ঈদ-উল-আযহার মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যকে আরো বেশি দৃশ্যমান ও প্রকাশিত করতে হবে।

মানুষ মাত্রই পরস্পরের ভাই-বোন। কারণ আমরা সবাই একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট জীব। মানুষে-মানুষে সু-সম্পর্ক স্থাপন, ন্যায্যতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা মানুষেরই কাজ। গরীব-দুঃখী ও অসহায় বেদনাক্লিষ্ট মানুষের সঙ্গে জীবন সহভাগিতা করা ঈদ-উল-আযহার বিশেষ আহ্বান। †

যিশু যখন নৌকা থেকে নেমে এলেন, তখন বিপুল এক জনতাকে দেখলেন ; তাদের প্রতি তিনি দয়ায় বিগালিত হলেন, কেননা তারা পালকবিহীন মেষপালের মত ছিল; তিনি অনেক বিষয়ে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। (মার্ক ৬:৩৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

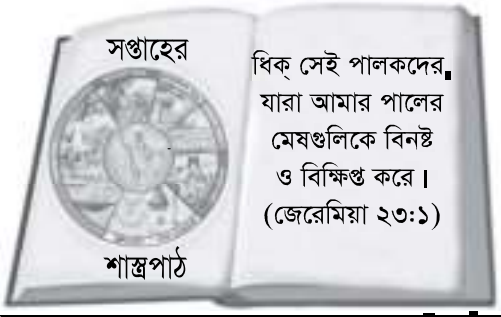

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৮ - ২৪ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১৮ জুলাই, রবিবার
জেরেমিয়া ২৩: ১-৬, সাম ২৩: ১-৩কখ, ৪-৬, এফেসীয় ২: ১৩-১৮, মার্ক ৬: ৩০-৩৪

১৯ জুলাই, সোমবার
যাত্রা ১৪: ৫-১৮, সাম যাত্রা ১৫: ১-৫, মথি ১২: ৩৮-৪২

২০ জুলাই, মঙ্গলবার
যাত্রা ১৪: ২১-- ১৫: ১ক, সাম যাত্রা ১৫: ৮-৯, ১০, ১২,১৭, মথি ১২: ৪৬-৫০

২১ জুলাই, বুধবার
যাত্রা ১৬: ১-৫, ৯-১৫, সাম ৭৮: ১৮-১৯, ২৩-২৮, মথি ১৩: ১-৯

২২ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সাধ্বী মেরী ম্যাগডালিন-এর স্মরণ দিবস
পরম গীত ৩: ১-৪ক; অথবা ২ করি ৫: ১৪-১৭, সাম ৬৩: ১-৫, ৭-৮, যোহন ২০: ১, ১১-১৮

২৩ জুলাই, শুক্রবার
২০: ১-১৭, সাম ১৯: ৭-১০, মথি ১৩: ১৮-২৩

২৪ জুলাই, শনিবার
যাত্রা ২৪: ৩-৮, সাম ৫০: ১-২, ৫-৬, ১৪-১৫, মথি ১৩: ২৪-৩০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৮ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৮৬ সিস্টার সিলভিয়ো কেমেন্ট সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফাদার যোসেফ এ, ডি সুজা এসজে (ঢাকা)
+ ২০০৯ সিস্টার আনুনচিয়াতা দ্রাগোনী পিমে (রাজশাহী)

১৯ জুলাই, সোমবার
+ ১৯৬৩ ফাদার মাসিমো টেরোজি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০০ ফাদার ফিলিপ পেইয়ঁ (চট্টগ্রাম)

২০ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৯৭১ ব্রাদার আম্ব্রোয়াজ দিয়ন, সিএসসি
+ ২০০৫ সিস্টার মেরী এ্যান, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১২ সিস্টার ফিলোমিনা কুইয়া, সিএসসি (ইউএসএ)

২১ জুলাই, বুধবার
+ ১৯১৫ বিশপ ফ্রেডারিক লিনেবর্ণ সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ সিস্টার মেরী এলিজাবেথ এসএমআরএ (ঢাকা)

২২ জুলাই, বৃহস্পতিবার
+ ২০০৬ মেরী কনসেপ্তা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৩ জুলাই, শুক্রবার
+ ২০২০ সিস্টার জ্যোৎস্না আল্পনা আরএনডিএম (ঢাকা)

২৪ জুলাই, শনিবার
+ ২০১৫ ফাদার বকুল এস. রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)

ধারা-২

দৃঢ়ীকরণ সংস্কার

১২৮৫ : দীক্ষাস্নান, খ্রিস্টপ্রসাদ ও দৃঢ়ীকরণ সংস্কারত্রয়কে একত্রে 'খ্রিস্টীয় প্রবেশ-সংস্কার' হিসেবে গণ্য করা হয়, এবং এগুলোর ঐক্য রক্ষা করতেই হবে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের এটা ব্যাখ্যা করে বুঝতে হবে যে, দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহের পূর্ণতার জন্য দৃঢ়ীকরণ সংস্কার গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ 'দৃঢ়ীকরণ সংস্কার দ্বারা (দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিগণ) আরও পূর্ণভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীর সঙ্গে আবদ্ধ হয় এবং পবিত্র আত্মার বিশেষ শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়। ফলে তারা খ্রিস্টের সত্যিকার সাক্ষীরূপে কথা ও কাজ দ্বারা ধর্মবিশ্বাস বিস্তার ও রক্ষা করতে আরও জোরালোভাবে দায়বদ্ধ।

॥ক॥ পরিত্রাণ-ব্যবস্থায় দৃঢ়ীকরণ

১২৮৬ : প্রাক্তন সন্ধিতে প্রবক্তাগণ ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রভুর আত্মা প্রত্যাশিত মসীহের উপর অবস্থান করবেন তাঁর ত্রাণদায়ী মিশনকর্মের জন্য। যোহন কর্তৃক যিশুর দীক্ষাস্নানের সময় তাঁর উপর পবিত্র আত্মার আবতরণ এই চিহ্ন ব্যক্ত করেছিল যে, যার আসার কথা ছিল, তিনিই সেই, মসীহ, ঈশ্বরের পুত্র। পবিত্র আত্মা দ্বারা তিনি গর্ভস্থ হলেন, তাঁর সামগ্রিক জীবন এবং তাঁর সমগ্র মিশনকর্ম সম্পন্ন হয়েছে পবিত্র আত্মার সঙ্গে পূর্ণ মিলনের বলে, যে পবিত্র আত্মাকে 'কোন সীমা রেখেই' পিতা তাঁকে দান করে থাকেন।

১২৮৭ : পরম আত্মার এই পূর্ণতা এককভাবে শুধু মসীহের জন্যই নয়, বরং মসীহের আগমন প্রত্যাশী সমগ্র জনগণের মধ্যেই বহমান থাকবে। বিভিন্ন সময়ে খ্রিস্ট আত্মাকে অভিবর্ষণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে প্রতিশ্রুতি তিনি প্রথম পূর্ণ করেন পুনরুত্থান রবিবারে এবং তারপর আরও বিস্ময়করভাবে পঞ্চাশত্তমীর দিনে। পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে প্রেরিতদূত 'ঈশ্বরের মহাকীর্তির কথা' ঘোষণা করতে লাগলেন, আর পিতা পরম আত্মার এই অভিবর্ষণকে মসীহের যুগের চিহ্ন বলে ঘোষণা করলেন। প্রেরতদূদের বাণীপ্রচারে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে দীক্ষাস্নাত হয়েছিল, তারা বিনিময়ে পেয়েছিল মহাদান সেই পবিত্র আত্মাকে॥

বিশেষ ঘোষণা

পবিত্র ঈদ-উল-আযহার ছুটির কারণে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পরবর্তী সংখ্যা ২৫-৩১ জুলাই প্রকাশিত হবে না।

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সকল মুসলমান ভাইবোনদের জানাই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভক্তিপূর্ণ সালাম ও 'ঈদ মোবারক'।

- সম্পাদক

সিবিসিবি'র খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশনের
পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে শুভেচ্ছা বাণী-২০২১ খ্রিস্টাব্দ

শ্রদ্ধেয় ও স্নেহের মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের ধর্মীয় মহোৎসব পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই সহ পুরো সংলাপ কমিশনের নামে এই মহোৎসব উপলক্ষে মুসলমান ভাইবোনদের জানাই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভক্তিপূর্ণ সালাম ও খুশির 'ঈদ মোবারক' জানাচ্ছি।

কোভিড-১৯ একটি রুঢ় বাস্তবতা! লকডাউন নামক শব্দটি সবার মুখে ! করোনাকে প্রতিহত করার সরকারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা! তবে সরকার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে স্বাস্থবিধি এবং সরকারের দেওয়া নিয়ম-নীতি মেনে আপন নিরাপত্তার বেষ্টনীতে মসজিদ-মন্দির-গীর্জায় ঈশ্বরের নাম জপ করতে, নামাজ আদায় করতে, প্রার্থনা, পূজা-আরাধনা, খ্রিস্টীয় যজ্ঞানুষ্ঠান করতে সর্বসাধারণের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন। এমন এক বাস্তবতায় ২১ জুলাই রোজ বুধবার স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মুসলমান ভাইবোনদের পবিত্র ঈদ-উল-আযহা মহোৎসব।

ঈদ-উল-আযহা মূলত দু'টি দিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ: ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি কুলপতি আব্রাহামের পূর্ণ আনুগত্য, তাঁর বাধ্যতা এবং আব্রাহামের পূর্ণ আত্মত্যাগ; ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যে নিজের সন্তানকে বলিদান, আরবী ভাষায় যাকে বলা হয় কোরবান দিতেও প্রস্তুত! এই অর্থেই এই ঈদকে কোরবানী ঈদ হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়। এই ঘটনা স্মরণ করেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাইবোনেরা এই দিনে ঈশ্বরের কাছে মানত রেখে তাঁর কাছে পশু বলি দেয়। এই বলিদান নিয়ে আসে ক্ষমাপ্রাপ্ত জীবন এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া শত অনুগ্রহ বা তৌফিক। বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে এবারের ঈদের আহ্বান আমরা যেন বিশেষভাবে এই করোনাকালে আমাদের সকল দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ঈশ্বরের কাছে আব্রাহামী আধ্যাত্মিক চেতনায় ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করি। একে অন্যকে সেবা করার জন্য নিজের শক্তি-সামর্থ উজার করে দান করি: স্বাস্থসেবা, আর্থিক সেবা, অক্সিজেন সেবা ইত্যাদি। এমন সেবায় যে ত্যাগস্বীকার, তা পরমেশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা।

নিয়ম রীতি অনুসরণে ঈশ্বরের কাছে কোরবানকৃত বা উৎসর্গকৃত মাংসের একটি অংশ দীন-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এখানেই সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব প্রকাশ; এইখানেই ঈদের প্রকৃত আনন্দ।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর **ফ্রাতেল্লী তুত্তি** (আমরা সবাই ভাই-বোন) নামক সামাজিক পত্রে সমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের কথা জোর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ আমরা সবাই ভাইবোন এবং আমাদের মধ্যে থাকবে একতা, শান্তি ও সম্প্রীতি; আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি।

পবিত্র ঈদ-উল আযহা উপলক্ষে প্রার্থনা: প্রভু যেন সবাইকে করোনা-মুক্ত রাখেন; সবাই যেন ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে জীবনের চলমান গতি বজায় রেখে সামনে এগিয়ে যেতে পারেন। এজন্যে শত বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-যন্ত্রণা বইবার শক্তি যেন ঈশ্বর সবাইকে দান করেন। আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ যেন জাগ্রত হয় ও বৃদ্ধি পায়।

মুসলমান ভাইবোনদের প্রতি এবং সার্বিকভাবে সবার প্রতি জানাই পবিত্র ঈদ-উল-আযহা মহোৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা : **ঈদ মোবারক!**

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ
সেক্রেটারী
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন, সিবিসিবি
সিবিসিবি সেন্টার
আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর-ঢাকা

ঈদুল আযহা

মো. মঞ্জুরুল আলম রিপন

ঈদ-উল-আযহা বা ঈদ উল আজহা অথ বা ঈদ উল আধহা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় দুটো ধর্মীয় উৎসবের দ্বিতীয়টি, যা জ্বিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে হয়ে থাকে। ঈদের তারিখ স্থানীয়ভাবে জ্বিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে। চলতি ভাষায় এই উৎসবটি কোরবানির ঈদ নামেও পরিচিত। ঈদুল আযহা মূলত আরবি শব্দ থেকে এসেছে, এর অর্থ হলো 'ত্যাগের উৎসব'। এই উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ত্যাগ করা। এ দিনটিতে মুসলমানেরা ফযরের নামাযের পর ঈদগাহে গিয়ে দুই রাক্বাত ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করার পরে স্ব-স্ব আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও উট আল্লাহর নামে কোরবানি করে।

ইসলামের বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী, মহান আল্লাহ তা'আলা ইসলামের রাসুল হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে স্বপ্নযোগে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি কোরবানি করার নির্দেশ দেন: 'তুমি তোমার প্রিয় বস্তু আল্লাহর নামে কোরবানি করো।'

ইব্রাহীম স্বপ্নে এমন আদেশ পেয়ে ১০টি উট কোরবানি করলেন। পুনরায় তিনি আবারো একই স্বপ্ন দেখলেন। অতপর ইব্রাহীম এবার ১০০টি উট কোরবানি করেন। এরপরেও তিনি একই স্বপ্ন দেখে ভাবলেন, আমার কাছে তো এ মুহূর্তে প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ.) ছাড়া আর কোনো প্রিয় বস্তু নেই। তখন তিনি পুত্রকে কোরবানির উদ্দেশে প্রস্তুতিসহ আরাফাতের ময়দানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এ সময় শয়তান আল্লাহর আদেশ পালন করা থেকে বিরত করার জন্য ইব্রাহীম ও তার পরিবারকে প্রলুব্ধ করেছিল, এবং ইব্রাহীম শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলেন। শয়তানকে তার প্রত্যাখ্যানের কথা স্মরণে হজ্জের সময় শয়তানের অবস্থানের চিহ্নস্বরূপ নির্মিত ৩টি স্তম্ভে প্রতীকী পাথর নিক্ষেপ করা হয়।

যখন ইব্রাহীম (আ.) আরাফাত পর্বতের উপর তার পুত্রকে কোরবানি দেয়ার জন্য গলদেশে ছুরি চালানোর চেষ্টা করেন, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে দেখেন যে তার পুত্রের পরিবর্তে একটি প্রাণী কোরবানি হয়েছে এবং তার পুত্রের কোনো ক্ষতি হয়নি। ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর আদেশ পালন করার দ্বারা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.) কে তার খলিল (বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করেন।

এই ঘটনাকে স্মরণ করে সারা বিশ্বের মুসলিমরা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতি বছর এই দিবসটি উদ্‌যাপন করে। হিজরি বর্ষপঞ্জি হিসাবে জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ থেকে শুরু করে ১২ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন ধরে ঈদুল আযাহার কোরবানি চলে। হিজরি চান্দ্র বছরের গণনা অনুযায়ী ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার মাঝে ২ মাস ১০ দিন ব্যবধান থাকে। দিনের হিসেবে যা সর্বোচ্চ ৭০ দিন হতে পারে।

ঈদের দিন শুরু হয় ঈদের নামাজের জন্য গোসল করে এবং নতুন কাপড় পরিধান করে। সকল মুসলিম ছেলেদের জন্য এই ঈদের দুই রাকাত নামাজ আদায় করা ওয়াজিব এবং মহিলাদের জন্য এই নামাজ সুন্নৎ।

বাঙ্গালী মুসলমানরা নামাজের পরে পুরো পরিবার একত্রে সকাল বেলা মিষ্টি জাতীয় খাদ্য দিয়ে নাস্তা করে। সকালের এই নাস্তাতে থাকে নানান ধরনের মিষ্টান্ন। নাস্তা খাবার শেষে মুসলমান পুরুষেরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে কোরবানির প্রস্তুতি নিতে থাকে। কোরবানী শেষে কোরবানীর প্রথানুযায়ী কোরবানীর মাংস গরীব, আত্মীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। এ দিনে প্রত্যেক মুসলমান অন্যদের বাড়িতে বেড়াতে যায় আনন্দ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়।

গোটা বিশ্ব আজ করোনাভাইরাসের সংক্রমণে বিপর্যস্ত। এই মহামারিকালে আমাদের স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। কোরবানি হাটের কেনার ধরণ পাল্টে ডিজিটাল হাটে রূপান্তর হচ্ছে। এটি আমাদের সকলের জন্য ধৈর্যের এক মহা পরীক্ষা। দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে বৈশ্বিক এই মহামারি কাটিয়ে উঠে আবারও আমরা আনন্দমূখর ঈদ উদ্‌যাপন করতে পারবো। আল্লাহ আমাদের শান্তি ও সবাইকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন॥

দাওয়ালদের অধিকার রক্ষায় ...

(১১ পৃষ্ঠার পর)

পরিজন নিয়ে সামান্য একটু ভালো থাকা ও ভালো খাবারের অনেকের সেই প্রত্যাশা পূরণ হল না। স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্বহীনতা ও অসাধুতার কারণে। তাদের আশা ভঙ্গের কথা বঙ্গবন্ধু লিখেছেন এভাবে- 'দুঃখের বিষয়, ধান গুদামে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশ দাওয়াল ফিরে এসে ধান পায় নাই। কোন রকম পাকা রসিদ ছিল না, সাদা কাগজে লিখে দিয়েই ধান নামিয়ে রাখত। সেই রসিদ নিয়ে দেশের (নিজ জেলার) গুদামে গেলে গালাগালি করে তাড়িয়ে দিত। অথবা সামান্য কিছু ব্যয় করলে কিছু ধান পাওয়া যেত। এতে দাওয়ালরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেল।' সেই অবস্থায় বঙ্গবন্ধু হতাশ হলেন না। দাওয়াল ভাইদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। তাদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তিনি দেখা করেছিলেন অনেক উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে। তিনি দাওয়ালদের বলেছিলেন, সমস্যার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত ধান কাটতে না যেতে।

বঙ্গবন্ধু যখন যেখানে যাদের সাথে ছিলেন তাদেরকে ভালোবেসেছেন। তাদের কল্যাণে কিছু না কিছু করেছেন। অধিকার হারাদের অধিকার আদায়ে তিনি শুধু মৌখিক সহানুভূতি দেখিয়ে থেমে যান নি। বরং তাদের অধিকার আদায়ে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছেন, প্রয়োজনে ঝুঁকি নিতেও পিছুপা হননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে সেখানকার কর্মরত ভাইবোনদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্বদান, কারাবাসকালে কয়েদীদের সুবিধা ও মর্যাদা রক্ষায় তাঁর অবদান, দাওয়ালদের অধিকার রক্ষায় নিরন্তর প্রচেষ্টা বার-বার আমাদের স্মরণ করে দেয় বঙ্গবন্ধু ছিলেন অতি মহৎ এক ব্যক্তি। যিনি মানবতায় সর্বজনীন। নেতৃত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ ও কালজয়ী॥

প্রকৃত ত্যাগের মহিমায় ঈদ-উল-আযহা

মোঃ রহিদুল ইসলাম

সারা দুনিয়ার মতো আমাদের দেশও যখন মহামারি কোভিড-১৯ এ বিপর্যস্ত এমন পরিস্থিতিতে আর কয়েকদিন পরেই অনুষ্ঠিত হবে মুসলিম উম্মাহর সর্ব বৃহৎ ও দ্বিতীয় ধর্মীয় উৎসব, ঈদ-উল-আযহা। এই উৎসবের মধ্যদিয়েই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ধর্মপ্রাণ মুসলমান গন।

ইসলাম ফিতরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্ম। জীবনে ধারণ করা স্বাভাবিক নয়, তা ইসলাম পরিচয়েরও যোগ্য নয়। মানব জীবনে, সমাজে সুন্দরায়নের বিধি ব্যবস্থার নাম ইসলাম। জীবনকে আনন্দ বিনোদনে প্রফুল্ল করে তোলা এবং পরিতৃপ্ত হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিবেদিত হওয়ার ধর্মসাধনা।

আরবি ঈদ শব্দটির অর্থ "খুশি, উৎসব, উদ্‌যাপন" আর আযহা অর্থ "ত্যাগ করা" অর্থাৎ ঈদ-উল-আযহা হলো ত্যাগের উৎসব বা ত্যাগের আনন্দ।

ঈদ-উল-আযহার দিনে প্রধান আমল হলো কুরবানী করা। মূলতঃ ঈদ-উল-আযহার নামাজ শেষে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উত্তম এবং হালাল পশু জবেহ করাই হলো কুরবানী। ঈদ-উল-আযহার দিন থেকে দুইদিন পশু কুরবানীর জন্য নির্ধারিত। আর মুসলিম জগতের সর্বত্র সকল সক্ষম ও সামর্থবান মুসলমানদের জন্য এ কুরবানী করা ওয়াজিব (আবশ্যক)।মুসলমানের জন্য কুরবানী করা মহান আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহ বলেন- "অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে নামাজ পড় এবং কুরবানী কর।" *(সুরা কাওসার-আয়াত ২)*

কুরবানীর মাধ্যমে পরিবার, দরিদ্র প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের মাঝে সৌহাদ্য ও ভালবাসা প্রকাশের সুযোগ তৈরী হয়।

হযরত আদম (আঃ) এর সময়কাল হতে কুরবানী চালু হয়। যখন হযরত আদম (আঃ) এর সন্তান হাবিল ও কাবিলের মাঝে তাদের বোন আকলিমার বিবাহ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন হযরত আদম (আঃ) তাদের কে এখলাসের সহিত কুরবানী করার নির্দেশ দিয়ে বলেন-তোমাদের মধ্যে যার কুরবানী কবুল হবে তার সাথে মেয়েকে বিবাহ দেওয়া হবে। তখনকার যুগে কুরবানী কবুল হলে আলামত ছিল, যে কুরবানীটি কবুল হতো আসমান হতে আগুন সদৃশ্য বস্তু এসে সে কুরবানী করা বস্তুটি পুড়িয়ে দিত। অতএব হাবিল এর কুরবানীটি কবুল হলো।

বর্তমানে আমরা যে কুরবানী করি তা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সময়কাল হতে শুরু হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর বয়স যখন ৮৬ মতান্তরে ৯৬ বছর তখন তাঁর স্ত্রী হাজেরার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন তাঁর নাম রাখা হয় ইসমাইল (আঃ)। হযরত ইব্রাহিম (আঃ)

একদিন স্বপ্নে দেখলেন তিনি কুরবানী করছেন। অর্থাৎ তিনি উট কুরবানী করলেন। পরের দিন রাত্রে তিনি পুনরায় একই স্বপ্ন দেখলেন এবং ছাগল কুরবানী এভাবে পরপর তিন রাত্রে স্বপ্নে দেখার পর তার কোন কুরবানী না হলে আল্লাহ বলেন, "তুমি তোমার সর্বাপ্রেক্ষা প্রিয় বস্তুটি কুরবানী করো।" আর হযরত

ইব্রাহিম (আঃ) নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)। অতপর হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহর আদেশ পালনের উদ্দেশে তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) কে কুরবানী করতে উদ্যত হন। মক্কার নিকটস্থ 'মীনা' নামক স্থানে এ মহান কুরবানী করার উদ্যোগ নেন। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসমাইল (আঃ) স্থলে অলৌকিকভাবে একটি পশু স্থাপন করলেন। আল্লাহর প্রতি নজিরবিহীন নিষ্ঠা ও অনুগত্যের এই ঘটনা আজও মুসলিম জগতের সর্বত্র আত্মত্যাগের প্রতীক হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে। আর এই কুরবানীর তাৎপর্য হলো আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর প্রতি অনুগত্য এবং হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর ইচ্ছা ও ত্যাগের কথা স্মরণ করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন- "আল্লাহর নিকট তাদের গোশত এবং রক্ত পৌছায় না বরং পৌছায় তোমাদের তাকওয়া।" *(সুরা হজ্জ- আয়াত-৩৭)*

ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলামের আদর্শ সার্বজনীন এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পরিচয়। কেউ শুধু মাত্র বিলাস বহুল খাবার গ্রহণ করবে আর কেউ অনাহারে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করবে এই বৈষম্যকে ইসলাম সমর্থন করে না। আর তাই কুরবানী সামর্থবানদের জন্য হলেও কুরবানীর গোশত শুধু মাত্র কুরবানী দাতা বা মালিক একা খেতে পারে না। কুরবানীর গোশতের উপর অসামর্থবানদেরও হক রয়েছে। ইসলামের নির্দেশনা হলো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গোশত অনাহারী, দরিদ্র, অসহায় ও এতিমদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে।

উক্ত বিষয়ে আল্লাহ বলেন- "তোমরা খাও এবং অভাবগ্রস্থ দরিদ্র লোকদের খাওয়াও।" *(সুরা হজ্জ-আয়াত-২৮)*

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন- "তোমরা নিজেরা খাও, যারা চায় না তাদের খাওয়াও এবং যারা নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে তাদের খাওয়াও।" অতএব কুরবানীর গোশত এক তৃতীয়াংশ প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা কুরবানী দিতে পারেনি তাদের নিকট পৌছিয়ে দেওয়া উত্তম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক শ্রেণীর বিত্তমান, শাসক গোষ্ঠি নিপীড়িত, অসহায়, দরিদ্র, এতিমদের কথা না ভেবে, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা, নৈকট্য ও সন্তুষ্টি কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের মর্যাদা, সম্মান ও আধিপত্য বিস্তারে মত্ত হয়ে পড়েছে। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বাজারের সর্বোচ্চ বড় পশু ক্রয় করে আবার পশু ক্রয় করে দামে জিতেছে না ঠকেছে তার হিসাব কষে। অথচ কুরবানীর পশুকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহিমার প্রতীক করেছেন এবং বলেছেন- "তোমাদের জন্য এতে রয়েছে বিপুল কল্যাণ।"

যারা বেশি করে গোশত খাওয়ার জন্য কুরবানী দেয় অথবা সমাজে সুনাম অর্জনের জন্য মোটা তাজা উচ্চ মূল্যের পশু ক্রয় করে এবং তা প্রচার করে থাকে তাদের কুরবানী কবুল হয় না কেননা "আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বিদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন।"

ঈদুল আযহা : সহভাগিতায় বাড়ো মনের পশুত্বকে ছাড়ো

রনেশ রবার্ট জেত্রা

বিশ্বের মুসলমান ভাই-বোনদের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। তার মধ্যে ঈদুল আযহা অন্যতম একটি ধর্মীয় উৎসব। ঈদ মানেই আনন্দ। ঈদুল আযহা আবার আমাদের কাছে কোরবানি ঈদ নামেও পরিচিত। ঈদুল আযহায় মুসলমান ভাই-বোনেরা স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের আশায় পশু কোরবানি দিয়ে সেই মাংস অন্যান্য ভাই-বোনদের সাথে সহভাগিতা করে থাকেন। ঈদুল আযহা আদেরকে পশু কোরবানি দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের মনের ভিতরের পশুত্বকে স্রষ্টার নিকট কোরবানি দিয়ে অর্থাৎ স্রষ্টার নিকট আমাদের পশুত্ব স্বভাবকে উৎসর্গ করে পবিত্র ও ভালোবাসার মানুষ হওয়ার বোধ জাগ্রত করে।

কোরবানি ঈদ আমাদেরকে সহভাগিতার মানুষ হওয়ার বিশেষ আহ্বান করে। সহভাগিতার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের মনের পশুকে বশে আনতে পারি। আমরা বর্তমান বাস্তবতায় লোভ ও স্বার্থপরতা নামক পশুত্বের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছি। লোভ ও স্বার্থপরতার বেড়াজালে আমরা নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছি। ফলে আমরা সহভাগিতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখছি এবং স্রষ্টার সান্নিধ্য থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছি। অথচ তিনি আমাদেরকে তার সান্নিধ্যে থাকার জন্য কতভাবে আহ্বান করছেন। আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তিনি আমাদেরকে বৈচিত্র্যময় জীবন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর সান্নিধ্য লাভের বাসনা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। এমনকি তাঁর সান্নিধ্য লাভের পন্থাও তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন। সেই পন্থাগুলো হলো- প্রথমত ভাই-বোন মানুষের সাথে সহভাগিতার মধ্য দিয়ে ভালোবাসার মানুষ হয়ে ওঠা। কারণ ভালোবাসাই পারে আমাদের অন্তরে থাকা পশুত্বকে বশে আনতে। তাছাড়া ন্যায্যতা মানব মর্যাদা, সম্মান, প্রেম-প্রীতি, ভাল কথা বলা, অসহায়দের খোঁজ খবর নেওয়া, ত্যাগী হওয়া, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি ছাড়াও আরো পন্থা রয়েছে যা জীবনে বাস্তবায়ন করে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা যায়। আমাদের বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে আমাদের মনুষত্ব ধীরে-ধীরে লোপ পাচ্ছে। যার ফলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, একে অন্যের প্রতি সমালোচনা, অরাজকতা, খুন, অর্থ লালসা, ধর্ষণ প্রভৃতি যা পশুত্বের পরিচয় বহন করে। মনুষ্যত্বের যে গুণাবলী থাকা উচিত তার পরিবর্তে অনেকের মধ্যে নিজের স্বার্থ-চরিতার্থ হাসিলের জন্য পশুত্ব মনের পরিচয় বহন করে। দেশে প্রতিদিন ধর্ষণ, হত্যা, ক্ষমতা লাভের লিপ্সা, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি বেশি পরিমাণ সংগঠিত হচ্ছে। যার একমাত্র কারণ, মানুষের মনের পশুত্ব মনোভাব। এই সমস্ত পশুত্বকে বশে আনতে পারে একমাত্র ভালোবাসা ও সহভাগিতা। কবি কাজী নজরুলের ভাষায় বলতে হয়- "মনের পশুরে কর জবাই, পশুরাও বাঁচে, বাঁচে সবাই"। অর্থাৎ আমাদের মনের যে পশুত্ব রয়েছে যা আমাদের মনুষত্বকে গ্রাস করে ফেলে, সেগুলোকে চিরতরের জন্য বর্জন

সামর্থবান প্রতিটি মুসলিমের জন্য যেমন কুরবানী করা ওয়াজিব (আবশ্যকীয়) তেমনি প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখাও ধর্মীয় দায়িত্ব। প্রতিবেশীদের প্রতি সম্মান ও সদচারণকে ঈমানের অনুষদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর ইসলামে কখনো প্রতিবেশীকে জাতি, ধর্ম, বর্ণে বিভক্ত করে বৈষম্য তৈরী করা হয়নি। আর তাই সকল ধর্মের প্রতিবেশীদের মাঝেও কুরবানীর গোশত বিতরণ করে ইসলামের সৌর্হাদ্য ভ্রাতৃত্ব ফুটিয়ে তুলে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ রয়েছে। অথচ নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য আজ পরস্পর বিচ্ছেদ সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষ তার মূল দায়িত্ব হতে সরে যাচ্ছে যা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার প্রদেয় বিধান এর পরিপন্থি। সামাজিক সহাবস্থানের কারণে পরস্পর মতানৈক্য ও পার্থক্য হতে পারে কিন্তু তা যেন পারস্পর হক আদায়ের অন্তরায় না হয়। আমরা যেন সৌর্হাদ্য ও ভ্রাতৃত্ব বোধের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে কুরবানীর গোশতের একটি অংশ সবার মাঝে প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিলিয়ে দিতে পারি। হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- "ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেটপুরে খায় অথচ তার পাশের প্রতিবেশীরা না খেয়ে থাকে।" তাই অবশ্যই আমাদের অন্তর ও হাতকে সবার জন্য প্রসারিত করতে হবে। তা না হলে আমাদের শুধুমাত্র কুরবানীর রীতি অনুসরণ করাই হবে এর মধ্যে কোন কল্যাণ হবে না।

কুরবানীর গোশতের পাশাপাশি কুরবানী করা পশুর চামড়া বিক্রিলব্ধ অর্থ অসহায়, দরিদ্র ও এতিমদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হয়। আর এতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য তৈরী হয়। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ কমে যায়। শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। ইসলাম সর্বদা সামর্থ্যবানদের প্রতি অসামর্থ্যবানদের হক, ধনীদের প্রতি গরীবদের হক এবং নির্যাতিত নিপীড়িত, অসহায়দের হককে প্রাধন্য দিয়েছে। ইসলামের সুশোভিত সুন্দর শুধু মুসলমানদের কেই আকৃষ্ট করেনি সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে করেছে অলংকৃত। আর এই সবই আল্লাহ তায়ালার একান্ত রহমত ও বিশেষ নিয়ামত।

মূলত: কুরবানীর হাকিকত, মনের মধ্যে থাকা পশুত্ব, অহংকার, দাম্ভিকতাকে বিসর্জন দিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনই হলো প্রকৃত কোরবানীর শিক্ষা। তাই এই বিপন্ন, বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে ঈদ-উল-আযহা যেন হয়, আল্লাহর নৈকট্য লাভের পাশাপাশি প্রতিবেশী, স্বজন সহ পিছিয়ে পড়া মানুষের দায়বদ্ধতা মেনে নেওয়ার এক বাস্তব কর্মসূচী। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেন সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অধিকতর মানবিক, সৌজন্য পরোপকারী, উদার ও ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হতে শেখায়। বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়ানোর প্রে রণা যেন হয় এই ঈদ-উল-আযহা॥

করতে কবি আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করছেন। আমাদের সেই পশুত্ব মনোভাবকে জবাই অর্থাৎ কোরবানি বা চিরতরে বলি দিয়ে দিলে আমরা সবাই সেই পশুত্বের গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে পারি। তার জন্য প্রয়োজন আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও সহভাগিতা বৃদ্ধি করা। আমাদের মনুষ্য জাতির মধ্যে পশুত্ব মনের আচরণ লক্ষ্যণীয় ছিল বলেই কবি আমাদেরকে এই কথাগুলো বলেছেন। কবি আমাদেরকে আহ্বান করছেন আমরা যেন আমাদের মনের পশুত্বকে পরিহার করে অভাবী, দুঃখী, বিধবা, অনাথ এবং গরীব ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই । আমাদের স্বার্থপরতা ত্যাগ করে সহভাগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমরা আমাদের মনের পশুত্বকে বশে আনতে পারি। আর এই সহভাগিতার মন মানসিকতা পোষণ করতেই ঈদুল আযহা বা কোরবানি ঈদ আমাদেরকে বিশেষ আহ্বান জানিয়ে থাকে।

ঈদুল আযহা আমাদেরকে সেবাকারী মানুষ হয়ে উঠার আহ্বান করে এবং অভাবী দরিদ্র ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা দান করে। অকপটে আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে, বর্তমান এই করোনা মহামারী বাস্তবতায় এক দেশ অন্য দেশের, একজন অন্য জনের কতভাবে খোঁজ নিচ্ছে। অনেক স্বাস্থ্যকর্মীগণ এবং অন্যান্য সেবাকর্মীগণ নিজের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করে হলেও করোনা আক্রান্তদের পাশে থেকে সেবাদান করে যাচ্ছেন। যে সেবাগুলোতে ঝুঁকি জেনেও মানুষ সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এটিই হলো প্রকৃত সহভাগিতা ও সেবাকারীর পরিচয়। আর প্রকৃত সেবাকারী ও সহভাগিতার মন মানসিকতা পোষণ করতেই ঈদুল আযহা আমাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করে থাকে। আমাদের সেবা ও সহভাগিতার মনোভাব যেন শুধু ঈদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং এই মনোভাবটা আমরা যেন আজীবনই আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে পোষণ করি এবং বাস্তবায়ন করি।

সহভাগিতার কথা বলতে গিয়ে আমার জীবনের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো। ঘটনাটা হলো এরকম- আমি যখন ২য় শ্রেণীতে পড়ি তখন আমার কয়েকজন মুসলমান বন্ধু ছিল। তারা কয়েকজন মিলে তাদের এই ঈদের সময় আমাদের কয়েক জন বন্ধু-বান্ধবীদের অগ্রিম নিমন্ত্রণ জানিয়ে যেত। তারা প্রতি বছরই আমাদেরকে তাদের এই কোরবানি ঈদের সময় নিমন্ত্রণ দিয়ে যেত। আবার নিমন্ত্রণে সাড়া না দিলে তারা বাড়িতে এসে আমাদের নিয়ে যেত। আমার এক বন্ধুকে আমি প্রতি বছরই দেখেছি যে, সে প্রতি বছরই ১০-১২ জন ভিক্ষুক বা অভাবী এবং অসহায়দের খুঁজে নিয়ে তাদের বাড়িতে ঈদের সময় খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতো। তাদের যদিও গরু কোরবানি করার ক্ষমতা ছিলনা তবুও তারা খাসি বা ছাগল দিয়ে হলেও ভিক্ষুক বা অভাবী এবং অসহায়দের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতো। আমি একদিন আগ্রহ করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমার বন্ধুটির মাকে। তিনি আমাকে উত্তর দিয়েছিলেন, দেখ বাবা, কে কি কোরবানি দিল সে বিষয়টা আমাদের কাছে বড় কথা নয় বরং আমরা এবং অন্যান্য মুসলিম ভাইবোনেরা কি মনোভাব নিয়ে ঈদটা উদ্‌যাপন করবে সেটাই আমাদের এবং প্রত্যেক মুসলমান ভাই-বোনদের মুখ্য বিষয়। আমার বন্ধুর মায়ের সাথে একাত্ম হয়ে আমিও ব্যক্তিগতভাবে বলব যে, সত্যিকার অর্থেই আমাদের সকল মনুষ্য জাতির মধ্যেই এই মনমানসিকতা থাকা উচিত। যা আমাদের সকল ধর্মই সেই একই মূল্যবোধ অন্তরে পোষণ করার কথা বলে।

কোরবানি ঈদের পশু কোরবানি দিয়ে কোরবানিকৃত মাংসের একটি অংশ অভাবী-দরিদ্র-অসহায় ভাই-বোনদের দেওয়ার নির্দেশ আছে। যদিও পবিত্র বিধানে এই নির্দেশ দেওয়া আছে এবং এর পাশাপাশি এই কথাও বলে যে, এই কোরবানির রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, ইহার গোস্তও নয়, বরং তাহার কাছে পৌঁছায় আমাদের তাকওয়া (পবিত্র কোনআন ২২:৩৭) অর্থাৎ আমাদের কোরবানির পশুর রক্ত বা গোস্ত কোনটিই স্রষ্টার নিকট পৌঁছায় না। বরং আমি ও আপনি কি মনোভাব নিয়ে ভাইবোন মানুষের সাথে সহভাগিতা করলাম তাই বরং স্রষ্টার নিকট গ্রহণীয়। আর তাই ঈদ-উল-আযহা আমাদেরকে সেই মনোভাব পোষণ করার উৎসাহ বা আহ্বান করছেন। এখন যদি আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি যে, আমরা কতটুকু সহভাগিতার মনোভাব নিয়ে আমাদের ঈদ উদ্‌যাপন করছি? নাকি শুধু নিয়মের বা বিধান পালনের খাতিরে কোরবানিকৃত পশুর মাংসের তিন ভাগের এক ভাগ নিজের জন্য, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজন এবং এর বাকি এক ভাগ গরীব-অভাবী ভাইবোনদের মাঝে বিতরণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি? শুধু মুসলমান ভাই-বোন নয়, আমাদের বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। আমরা কি আমাদের সেই ধর্মীয় উৎসবগুলোতে প্রকৃত সেবা বা সহভাগিতার মনোভাব নিয়ে উদ্‌যাপন করি? নাকি শুধু নিয়ম বা বিধান পালনের খাতিরে উৎসবগুলো পালন করি? নিজেদের নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমরা এর যথাযথ উত্তর পেতে পারি। নিশ্চয় আমরা বিধান বা নিয়ম পালন করবো কিন্তু পাশাপাশি ঈদ-উল-আযহা বা আমাদের প্রত্যেকের ধর্মীয় উৎসবগুলো আমাদের এই আহ্বানটাও করছেন যে, আমরা যেন আর্থিক ও বস্তুগত সহভাগিতা ছাড়াও আমরা অনেকভাবে অসহায় ভাইবোনদের প্রতি সহভাগিতা প্রকাশ করি। তার মধ্যে নিজের লোভ, স্বার্থপরতা, কামুকতা, হিংসা, কলহ-বিবাদের মনোভাব নিজ চরিত্রার্থ হাসিলের মনোভাব, লোলুপতা, দুর্নীতি প্রভৃতি পশুত্ব মনোভাব পরিহার করে অসহায়-অভাবী মোট কথা মানুষের প্রতি ন্যায্যতা, মর্যাদা, সম্মান, প্রেম-প্রীতি,ভালবাসা, মুখের দুটি ভালো কথা, অসহায়দের খোঁজ খবর নেওয়া প্রভৃতির মধ্যদিয়ে সহভাগিতা বৃদ্ধি করি । ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানির ঈদ আমাদের মনের পশুত্ব পরিহার করে নিজেদের অন্তরে সহভাগিতার মনমানসিকতা পোষণ করে তা জীবনে বাস্তবায়িত করার উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা দিচ্ছে।

বর্তমান বিশ্ব করোনা ভাইরানে আক্রান্ত । সারা বিশ্ব আজ হতাশ নিরাশাগ্রস্ত। করোনা পরিস্থিতিতে অনেক মানুষ চাকরি হারিয়ে আজ দিশেহারা নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে মানুষ আজ কর্মহীন অবস্থায় আছে। ফলে এ বছর হয়তো অনেক মুসলমান ভাইবোনের ক্ষেত্রে একাকি ভাবে পশু কোরবানি দেওয়া সম্ভবপর হবে না। আবার অনেকেই হয়তো নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্য ভালো কোন কিছু জামা-কাপড় কিনতে পারবেন না। তাই এখানে আমাদের সুযোগ রয়েছে যে, আমরা যারা আর্থিকভাবে একটু সচ্ছল, আমরা যেন সেই অভাবী, দরিদ্র, অসহায় ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। তাছাড়া যাদের একাকি ভাবে পশু কোরবানি দেওয়া সম্ভব হবে না, সেখানে আমরা যেন কয়েকজন মিলে স্রষ্টার নিকট কোরবানি দিই। এই সাহায্য-সহযোতিা এবং ত্যাগী মনোভাবই হবে প্রকৃত সহভাগিতা এবং আমাদের প্রকৃত ঈদ উদ্‌যাপন। আর এই সহভাগিতার মনোভাবের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের মনের পশুত্বকে দূরীভূত করে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে পারবো। তাই এই বছরের ঈদ হোক আমাদের সহভাগিতার ঈদ, এই ঈদ হোক আমাদের মনের পশুত্বকে পরিহার করার এবং স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের ঈদ। এই ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানি ঈদে সকল মুসলমান ভাই-বোনদেরকে জানাই ঈদের প্রীতি-পূর্ণ শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার-

১. বাণী চিরন্তনী: কাজী আব্দুল আলীম
২. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী (সংখ্যা: ২৭, বর্ষ: ৮০,২০২০খ্রি:)
- খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন, সিবিসিবি; ফা: প্যাট্রিক গমেজ -এর শুভেচ্ছা বাণী
- ঈদুল আয্হা: সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের মহোৎসব: নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি।

ধন্য যোসেফ স্বর্গীয় আভায় গঠিত সাধু

ফাদার যোসেফ মুরমু

গত ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ৮ ডিসেম্বর থেকে ৮ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফকে "ধন্য যোসেফ" উপাধি দিয়ে 'ধন্য যোসেফ বর্ষ' ঘোষণা করেছেন। এভাবে পুণ্যপিতা পোপ ধন্য যোসেফকে মণ্ডলীর বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় সামিল করার লক্ষ্যে দৃশ্যমান পদক্ষেপ ঘোষণা করেছেন। ধন্য যোসেফ স্বর্গে ত্রিত্বের সান্নিধ্যে যে পবিত্রতায় উজ্জ্বলমান, তেমনি মর্তে মণ্ডলীর অঙ্গ-প্রতঙ্গেও সূর্য্যের মতো প্রজ্বলিত, এমন সত্যই প্রকাশিত করেছেন পুণ্যপিতা। পূর্বের পোপগণ ধন্য যোসেফের জাগতিক পুণ্যস্বরূপকে মানবিকতা ও আত্মিকতায় পরিস্ফূটিত করার দায়িত্ব মাতা মণ্ডলীকে দিয়েছেন যেন ঐশভক্তজনগণ পালক পিতার পবিত্রতা অন্বেষণে সক্রিয় হয়। প্রত্যেক পরিবার ও সদস্যরা যোসেফের সান্নিধ্যে নানান অলৌকিক মুক্তি পেতে পারেন, এবং পবিত্র ও সুখি পারিবারিক জীবন-যাপনের মৌলিক সহায়তা কামনা করতে পারেন।

ধন্য যোসেফের হাতে পুণ্যেঘেরা একটি পরিবারের ঐশ ব্যক্তিদ্বয়ের (কুমারী মারীয়া ও যিশু) দেখভালের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তগুলো ঈশ্বর স্বয়ং প্রথমত: ইস্রায়েল জাতি অর্থাৎ দাউদ বংশে সংগোপনেই রেখেছিলেন, পবিত্র বাইবেলের মঙ্গলসমাচার দু'টি অধ্যায়- *মথি:১: ২৭-২৫; এবং লুক:৩:২৩-৩৮;* লেখা পড়লে তাই পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্যে মনে হয় পবিত্র বাইবেলের পুণ্যবান (বিশেষভাবে প্রবক্তাগণ) ব্যক্তিরা ধন্য যোসেফের ব্যাপারে কোন পরিচয়-পরিচিতি লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি বা ঘোষণা দেয়ার দিব্য নির্দেশও পাননি। এর আগে পুণ্যজনেরা যেমনটি কুমারী মারীয়া সম্পর্কে দিব্যবাণী করতে পেরেছিলেন। মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারে *(মথি:১:২৭-২৫;)* ঈশ্বরের দিব্য নির্দেশে ছিল যোসেফের একটি যোগ্য পরিবারের কর্তা, স্বামী ও পিতা বা পালক পিতা হওয়া। ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পরেই স্বপ্নের ঐ আদেশের প্রতি সম্মতি জানিয়ে ছিলেন। যোসেফের এ দায়িত্ব নেয়া ছিল ইহুদী জাতির সংস্কৃতির আদলে, ইহুদী সামাজিক প্রথা মেনে। ঘটে যাওয়া গোটা বিষয়টাই বিশ্বাসী মানুষের কাছে অদ্ভুত মনে হয়, কারণ মথি ও লুক যোসেফের দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম ছিলেন। ঐ মঙ্গলসমাচারের অধ্যায় দু'টি অনুধ্যান থেকে বুঝতে পারি, এভাবে যোসেফের হাতেই ঈশ্বর নিজেই ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি পুণ্য পরিবার প্রতিষ্ঠা করবেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় উপযুক্ত সময়ে ঐ পরিবার অলৌকিকভাবেই ভিন্ন স্বারূপ্য লাভ করেছিল। এই জন্য সংসারের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে এ পরিবারের আরম্ভ-অন্ত ধরা ও নতুন রূপ দেয়া সম্ভব না, ফলে যোসেফ ও তার পূর্ব পরিবারভুক্ত পরিচয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই ক্ষীণ। তবে আগে-পরে ধন্য যোসেফের যেই পরিচিতিই থাকুক না কেন, তিনি মণ্ডলীর পালক পিতা, তাঁর সান্নিধ্যে অলৌকিক নিরাময় লাভে পুণ্যবান হয়ে উঠা বিশ্বাসী ভক্তের জন্য আত্মিক পথ ও পাথেয়।

মণ্ডলী ও খ্রিস্টীয় সমাজ ধন্য যোসেফকে বরাবর নিজের নিজের জীবন ক্ষেত্র নিরিখে ও ব্যক্তিগত-সমষ্টিগত ধর্ম-কর্ম সাধনায় যথা সম্মান জানালেও, তা কিন্তু খুব সীমিত পন্থায় চলমান। মণ্ডলীর পঞ্জিকার নির্দেশনা ধরে বুঝি সাধু যোসেফের দিবস হলো সপ্তাহের **"বুধবার"**, কিন্তু বাস্তবে তা অনুধাবনের ব্যবস্থা অগোছালো। এ সমস্যার দিক-নির্দেশনাও মণ্ডলী সেভাবে না দেয়াতে, ধন্য যোসেফ সম্পর্কে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জ্ঞান-ধ্যান-ধারণা অতি সীমিত। কি আর করার, জানা ও ধারণার মধ্যে যেই ভূল-চুক, যাই থাকুক না কেন, তারপরেও তিনি মণ্ডলী ও পরিবারের পালক পিতা, তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ অনুরাগ, ও সম্মান এবং তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির আলৌকিক কর্মের প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার দিকে মনোযোগি হওয়া অত্যাবশক। তবে হ্যাঁ, এ পর্যন্ত, ধন্য যোসেফের মাধ্যমে যতগুলো আলৌকিক কর্ম হয়েছে, হচ্ছে, সেটি মণ্ডলী সর্বত্রে খ্রিস্টীয় পরিবারে-সম্রাজের রন্দ্রে রন্দ্রে তুলে ধরা খুবই প্রয়োজন, তাতে সবাই জানবে ধন্য যোসেফ ঈশ্বরের শক্তিতে বলিয়ান এবং মানুষের আত্মিক ও দৈহিক নিরাময় দেয়ার উত্তম আশ্রম। মণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক যাত্রাকাল থেকে মণ্ডলী তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিভরা দেহ-মুখমণ্ডল ও জীবনকর্ম প্রার্থনাগুলোতে গ্রন্থিত করেছে, তখন ও এখন ভক্তবিশ্বাসীরা দৈনন্দিন ধর্মকর্মে তা ব্যবহার করছেন। তাঁর জীবন-কর্মকাণ্ডের অনেক ছবি আঁকা হয়েছে, তাঁর নামে গির্জা-মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে বিশেষভাবে ছবি ও মূর্তিগুলো স্বযত্নে স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্যে আধ্যাত্মিক চিহ্ন এবং তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়ার অনুপম অবয়ব।

পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ঐশ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ধন্য যোসেফ, ঐশ পরিবারের পিতা, ডাকা হয় মারীয়ার পুত্র যিশুর পালক পিতা, তারপর মারীয়ার স্বামী। পবিত্র বাইবেলের অভ্রান্ত শিক্ষা হলো যে যোসেফকে ঈশ্বর স্বামী হওয়ার আহবান দেননি, তিনি পুত্রের পিতা, পরিবারের দায়িত্বে গৃহকর্তা এবং দু'জনের সেবা ও নিরাপত্তা বিধান করবেন, এটাই তাঁর জন্য প্রদত্ত অর্পিত দায়িত্ব। বাস্তবে এই পরিচয়ই প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি পরিবারের কর্তা, কিন্তু স্বামীর সাধারণ অধিকার তাঁকে দেয়া হয়নি। সুতরাং তাঁর জীবন-যাত্রায় অর্থাৎ পরিবারে জৈবিক ভূমিকা ছিল না, সাংসারিক বিলাসিতাও ছিল না। ফলস্বরূপ যোসেফ পবিত্রতায় সম্মুজ্জ্বল, ঈশ্বরের পুণ্যব্রতে সমাসীন জীবনধারী মানুষ। জীবদ্দকালে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আজ্ঞা-আদেশবাণী পালনে নিমগ্ন বলেই তো ঈশ্বরের ঐশ পরিকল্পনা সম্পন্ন করতে শতভাগ সফল হয়েছেন। জাগতিক দৃষ্টিতে পরিবার ও সদস্যদের ভরণ-পোষণ ক্ষুদ্র আয়ে কঠিন হলেও, কাঠের কাজটি সম্ভব করে সূদরপ্রসারী লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছেন। সংসারের জন্যে বাড়তি আয়ের ভাবনা না করে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হেঁটেছেন। তার পরিবারের দায়িত্ব পালনের অভ্যন্তর পরিস্থিতি ভেবে বা বিশ্লেষণ করে দেখলে নিশ্চিত করেই বলা যাবে, তিনি ঈশ্বরের উত্তম মানুষ। ঐ পুণ্যতম পরিবারের সাথে তিনি জগত পরিবার ও সদস্যদের পবিত্র করণার্থে ও সন্তানদের পালক পিতা হতেই আহুত। জীবনের অন্তিম মুহূর্তকাল পর্যন্ত ঈশ্বরের হাতেই ছিলেন এবং পবিত্রতা শিশির কণার মতোই মানুষের উপরে ঝরিয়েছেন।

ধন্য যোসেফকে ঈশ্বর দাউদ বংশে সংগোপনে মনোনীত করে রেখেছিলেন। খ্রিস্টের আগমনের সময় সমাগত হলে তাঁকে মানব-পরিত্রাণ কর্মের কর্ণধার যিশুর পালক পিতা, এবং কুমারী মারীয়ার স্বামী হিসেবে ইহুদী সমাজে উপস্থিত করা হয়েছিল। এমন অলৌকিক ঘটনা দেখে অনুমেয় যে, বয়সকালে তাঁর ধর্ম, ধার্মিকতা ও পিতৃত্ব মেঘহীন আকাশের মতোই পরিচ্ছন্ন, বড়ই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের আভায় ভরপুর এবং সবর্দাই পবিত্র, বিধায় ঈশ্বর এভাবেই যোসেফকে ইহুদী জাতির সামনে সম্মানীয় স্থানে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর দায়িত্বে বহাল হওয়ার পূর্বের জীবন-চিত্র অজানা থাকলেও, তিনি যেন আদি-অনন্ত থেকে পবিত্র ও দায়িত্বশীলতায় অন্যান্য ব্যক্তিত্ব। এখন নতুন সময় এসেছে যোসেফকে জগতের সামনে নতুন করে উপস্থাপন করার, আর তাই পুণ্যপিতা পোপগণ সাধু যোসেফের অপ্রকাশিত জীবন বৈশিষ্ট্য ও আধ্যাত্মিকতা বিশ্লেষণ করে পক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে "ধন্য যোসেফ বর্ষ" ঘোষণা করেছেন। এর মাধ্যমে মণ্ডলী ও খ্রিস্টবিশ্বাসীরা সাধু যোসেফের আধ্যাত্মিকতায় গড়ে উঠবেন, এবং সর্বজীবনযাত্রায় দায়িত্বশীল ও ঈশ্বর-আস্থাশীল ব্যক্তি-মানুষ হবেন। ধন্য যোসেফ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের, পরিবার স্বর্গীয় আভা বিকিরণ ঘটাবেন, ঐশ পিতৃতের আলিঙ্গণে আগলে রাখবেন। সকলে তাঁর "ধন্য হওয়ার বসনে" আচ্ছাদিত হবে, ধন্য হবে আধ্যাত্মিক যাত্রা॥

দাওয়ালদের অধিকার রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টা

ড. আলো ডি'রোজারিও

জীবনের শুরু থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বহু জনহিতকর ও কল্যাণকর কাজ করেছেন। একদম ছোটবেলা হতেই সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা রক্ষায় তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। পরম যত্নে ও অসীম সাহসে বঙ্গবন্ধু একে একে এমনসব অনুকরণীয় কাজ করেছেন যা কী না তার মতো মহৎপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব ছিল। তিনি স্কুলে পড়াকালে শীতার্ত বৃদ্ধকে দেখে গায়ের চাদর খুলে দিয়েছিলেন, ছাতার অভাবে বৃষ্টিভেজা সহপাঠিকে দিয়েছিলেন তার নিজের ছাতা। সতীর্থদের জরাজীর্ণ আবাসিক ভবন উন্নয়নের দাবী অতি উচ্চ পর্যায়ের স্কুলপরিদর্শকদের নিকট তুলে ধরতে ছাত্রদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমন কি, একবার খাদ্যাভাবে বাড়ির আশেপাশের প্রতিবেশীদের কষ্ট দেখে ব্যথিত বঙ্গবন্ধু বিলিয়ে দিয়েছিলেন নিজেদের শস্যভান্ডার থেকে খাদ্যশস্যও।

বঙ্গবন্ধুর জীবন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর ভূমিকা, সদ্যস্বাধীন তখনকার বাংলাদেশের পুনর্গঠনে এই মহান নেতার দূরদর্শী, সময়োপযোগী ও কৌশলী নেতৃত্ব বিষয়ে আমি যত জানি ততই অবাক হই। কৃতজ্ঞতায় মাথা অবনত হয় আমার। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনকালীন সময়ে অনেক জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদের জানা স্বাধীনতার ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তুলে ধরেছেন। সর্বস্তরের জনগণের জন্যে সেসব লেখা সহায়ক হচ্ছে- আমাদের মুক্তি, স্বাধীনতা, সাম্যতা, স্বদেশপ্রেম, ন্যায্য সমাজব্যবস্থা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিষয়ে নতুন উদ্দীপনা ও প্রত্যয় জাগাতে। প্রাসঙ্গিক ভাবেই উল্লেখ করতে হয় বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা তিনটি বইয়ের; অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২), কারাগারের রোজনামচা (২০১৭) ও আমার দেখা নয়াচীন (২০২০)। বঙ্গবন্ধুর লেখা এইসব বই পাঠে আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি- তাঁর স্বপ্ন, দর্শন, আশা-আকাংখা, চিন্তাভাবনা, জীবনাচরণ, মানবিকতা, উদারতা, কষ্টভোগ, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ভয়হীন নেতৃত্বদান।

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী দ্বিতীয়বারের মতো পড়লাম। বইটিতে তাঁর জীবনের বহু ঘটনার পাশাপাশি লেখা আছে যেকোন শ্রেণি, পেশা বিশেষ করে অবহেলিত, নির্যাতিত ও অধিকারহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু কত আন্তরিকতায় ও কী মাত্রায় সোচ্চার হতেন। দাওয়ালদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টা সম্পর্কেও জানা যায় এই বই হতে। বঙ্গবন্ধুর লেখা থেকে জানতে পারি- 'দাওয়াল' বলা হত সেইসব লোকদের যারা ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার, খুলনা ও বরিশালে ধান কাটবার মৌসুমে দল বেঁধে দিনমজুর হিসেবে যেত। ধান কেটে ঘরে উঠিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার সময় মজুরী হিসেবে ধানের একটা অংশ তারা পেত। হাজার হাজার লোক দাওয়াল হিসেবে নৌকা করে নিজ জেলা ছেড়ে ভিন্ন জেলায় যেত। ধান-কাটা শেষে ফিরে আসবার সময় তাদের অংশের ধান নিজেদের নৌকা করে বাড়িতে নিয়ে আসত। ঠিক এমনিভাবে কুমিল্লা জেলার দাওয়ালরা যেত সিলেট জেলায় ধান কেটে দিতে। দাওয়ালদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু আরো লিখেছেন- 'এরা সকলেই ছিলেন গরিব ও দিনমুজুর। প্রায় দুই মাসের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে এদের যেতে হত। যাবার বেলায় মহাজনদের কাছ হতে ধার নিয়ে সংসার খরচের জন্য দিয়ে যেত। ফিরে এসে ধার শোধ করত। দাওয়ালদের নৌকা খুবই কম ছিল। যাদের কাছ থেকে নৌকা নিত তাদেরও একটা অংশ দিতে হত।' *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-১০৩)*।

পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন সময়ে খাদ্যাভাব দেখা দিলে তখনকার সরকার আন্ত:জেলা খাদ্য আনা-নেওয়ায় বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। সেসব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কর্ডন প্রথা ছিল অন্যতম। কর্ডন প্রথা চালু করায় এক জেলা হতে অন্য জেলায় খাদ্য নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। ফলে খাদ্য সমস্যা কবলিত ফরিদপুর, কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার জনসাধারণ এক মহাবিপদের সন্মুখীন হয়েছিলেন। সেই মহাবিপদ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর লেখা থেকে জানা যায়, অন্যান্য বছরের মতো খাদ্যাভাবের সেই বছরও দাওয়ালরা ধান কাটতে গেল। যাবার সময় কেউ তাদের বাঁধা দিল না। কারণ এরা না গেলে জমির ধান ঘরে তুলবার উপায় ছিল না। একই সাথে প্রায় সব ধান পেকে যায় বলে তাড়াতাড়ি কেটে তুলতে হয়। সব পাকা ধান কেটে তুলতে একসাথে এত কৃষাণের প্রয়োজন হয় যা স্থানীয়ভাবে পাওয়া সম্ভব ছিল না। বঙ্গবন্ধু সেই বছরে দাওয়াল ভাইদের প্রকৃত পরিস্থিতি বর্ণনা করতে লিখেছেন, 'যখন তারা (দাওয়ালরা) দুই মাস পর্যন্ত ধান কেটে তাদের ভাগ নৌকায় তুলে রওয়ানা করল বাড়ির দিকে তাদের বুভুক্ষু মা-বোন, স্ত্রী ও সন্তানদের খাওয়াবার জন্য, যারা পথ চেয়ে আছে, আর কোনো মতে ধার করে সংসার চালাচ্ছে - কখন তাদের স্বামী, ভাই, বাবা ফিরে আসবে ধান নিয়ে, পেট ভরে কিছুদিন ভাত খাবে, এই আশায়- তখন নৌকায় রওয়ানা করার সাথে সাথে তাদের পথ রোধ করা হল।' *(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-১০৪)*।

কর্ডন প্রথা চালু থাকায় সরকারের হুকুমে সব ধান নৌকা থেকে নামিয়ে রেখে দাওয়াল ভাইদের খালি হাতে যেতে দেয়া হল। দিনমজুর এই দাওয়াল ভাইয়েরা দুই মাস পর্যন্ত যে শ্রম দিল, তার মজুরি তাদের মিলল না। আর মহাজনদের কাছ থেকে যে টাকা তারা ধার করে এনেছিল এই দুই মাসের খরচের জন্য, খালি হাতে ফিরে যাওয়ার পরে দেনার দায়ে ভিটাবাড়িও ছাড়তে হল। পেটের দায়ে তাদের অনেককে কুলির ও রিক্সা চালাবার কাজ শুরু করতে হল। এতবড় অন্যায় দেখে বঙ্গবন্ধু চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্তিগতভাবে জানাতে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করলেন। সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানাতেও তিনি বহু সভার আয়োজন করলেন। একই সময়ে এই কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে খোন্দকার মোশতাক আহমদ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ সভা আয়োজন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু অন্যান্যদের সাথে নিয়ে যখন এই প্রথার বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন শুরু করলেন, সরকার হুকুম দিল দাওয়ালদের ধান কাটতে যেতে আপত্তি নাই। তবে তারা ধান সাথে করে নিয়ে আসতে পারবেন না। নিকটতম সরকারি গুদামে ধান জমা দিয়ে আসতে হবে। সেই গুদাম থেকে কর্মচারীরা একটি রসিদ দিবেন। দাওয়াল ভাইরা এলাকায় ফিরে এসে রশিদে লেখা পরিমাণের ধান নিজের জেলার নিকটতম গুদাম থেকে পাবেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের শেষে অথবা ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে সরকার এই হুকুম দিয়েছিল।

সহজেই অনুমান করতে পারি, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ফলস্বরূপ কর্ডন প্রথার এই পরিবর্তন কতটা স্বস্তি এনে দিয়েছিল দাওয়াল ভাইদের মনে। বছরের পর বছর চলে আসা এই দাওয়াল পদ্ধতি ফের চালু হল পুরোদমে। আবারো শত শত কৃষাণ ভাই নিজ জেলা ছেড়ে বড় আশা নিয়ে অন্য জেলায় চলে গেলেন ধান কাটতে। কিন্তু পরিবার-

(৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দুয়ারে বর্ষা

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

বাংলার প্রকৃতিতে রূপের পসরা সাজিয়ে ঋতুর পরে ঋতু আসে বৈচিত্রতা নিয়ে। কখনো কুয়াশার চাদরে ঢাকা শীতের সকাল, কখনো চৈতালি-বৈশাখি রোদে ঝাপসা দুপুর, বাশবাগানে ঝিঁ ঝিঁ পোকার গুঞ্জনে মুখরিত সকাল-সন্ধ্যা। কখনো কাশফুলের শুভ্রতায় শরতের সাদা মেঘের ভেলা, আবার কখনো রিনি-ঝিনি বৃষ্টির ফোঁটায় প্রকৃতি আনন্দে মাতোয়ারা। জীর্ণ-শীর্ণ-ক্লান্ত গ্রীষ্মের প্রকৃতিকে বর্ষা তার আপন প্রেম পেয়ালার পবিত্র জলে স্নান করিয়ে ধুয়ে দেয়, ভালোবাসার জলে সিক্ত করে চারিদিক।

রূপ বৈচিত্রে ভরপুর ঋতু চক্রের দ্বিতীয় ঋতু হচ্ছে বর্ষা। প্রচন্ড তাপপ্রবাহে অতিষ্ঠ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে শুষ্ক মৃতপ্রায় ধরণীকে পুনরুজ্জীবন দান করে বর্ষা। একফোঁটা বৃষ্টির জন্য মানুষ যখন গান গেয়ে বলে, আল্লা মেঘ দে, পানি দে' খরতাপে রাস্তার ক্লান্ত কুকুরটির যখন তৃষ্ণায় জিভ ঝুলে যায় এক পশলা বৃষ্টি তখন প্রকৃতিতে নতুন মাত্রার ছন্দ নিয়ে হাজির হয় বর্ষা। আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল, যার পুরোটা সময় জুড়ে থাকে ঝর ঝর বৃষ্টি ধারার কান জুড়ানো মধুর ধ্বনি। ঘরের ছাদ, টিনের চাল, ঝুম বৃষ্টির নৃত্যে মুখরিত হয়ে উঠে পল্লী প্রকৃতি।

পল্লী কবি জসীম উদ্দীনের কবিতা 'পল্লী বর্ষায়' বর্ষার রূপ ফুটে উঠেছে নিবিড় যত্নের সাথে। তিনি বলেছেন, 'বেনুবনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে'। পল্লী প্রকৃতি বর্ষার মাতন হাওয়া শিহরণ জাগায়। অপরূপ সৌন্দর্যে শোভামন্ডিত পুকুর, খাল, বিল বৃষ্টির জলে টুইটুম্বর। মাতাল হাওয়া যখন আমন ধানের ক্ষেতে পরশ বুলিয়ে যায় তখন বিরহীনির আকুল প্রাণ প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে উঠে।

বাংলার নদ-নদী পূর্ণ যৌবনা হয়ে উঠে এই বর্ষাকালে। নদী তার গতি খুঁজে পায়, ফিরে পায় আসল সৌন্দর্য। নদী-বিল-ঝিলে যেন সবুজ মাঠের বিস্তরণ। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। তারপর লম্বা একটি গ্রামের রেখা, তার উপরে মেঘেদের ভেলা। এ সময় বিলে-ঝিলে ফোটে শাপলা-শালুক। পড়ন্ত বিকেলে কিশোরী বালিকা সেই ফুল তুলতে ব্যস্ত। বর্ষায় হিজল তলে হাসেদের মেলা বসে। বর্ষার প্রধান ফুল কদম। এই কদম বর্ষার রূপকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। পল্লী কবি জসীম উদ্দিনের ভাষায়, "কাহার ঝিয়ারি কদম্ব-শাখে নিঝুম নিরালায়, ছোট ছোট রেণু খুলিয়া দিয়াছে, অস্ফুট কলিকায়"।

বর্ষার প্রকৃতি হৃদয় কাড়ে। উতলা হয়ে উঠে মানব মন। প্রাণোচ্ছল কিশোরীকে টেনে আনে ঘরের বাইরে। তার পায়ে জড়ানো বৃষ্টিভেজা নুপুরের নিক্কন আরো মধুর সুরে বাজতে থাকে। ঝুম বৃষ্টির সাথে শিল্পীর কণ্ঠ মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠে। তাই তো আনমনে অনেকে গেয়ে উঠে- "এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, কাছে যাব, কবে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ"। বর্ষা নিয়ে আরো মন জাগানিয়া গান আছে- "বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি", "পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে" কিংবা "আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে" প্রভৃতি গান আজও বৃষ্টির দিনে আমাদের ভাবনার জগতে টেনে নিয়ে যায়।

বর্ষা নিয়ে আরো কয়েকজন কবি'র ভাবনা তুলে ধরতে না পারলে আমার লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বর্ষা প্রসঙ্গে অনেক লেখা, অনেক কবিতা, ছন্দ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে বিখ্যাত এবং প্রিয় কবিদের কয়েকটি কবিতার চরণ তুলে ধরব। রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষা ছিল সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গে জমিদারি দেখাশোনা করার সময়ে তিনি বর্ষাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কাছে বর্ষা কখনো নবযৌবনের প্রতীক, কখনো বিরহকাতর হৃদয়ের দহন, নদীর জোয়ারের মতো কখনো উৎফুল্ল মানবজীবন। বর্ষা যে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু সেটা তাঁর "বর্ষামঙ্গল" কবিতায় কাব্যভাবনার শিল্পদৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। বর্ষাগমনে উৎসুকচিত্তে কবিতার নির্যাসটুকু ঢেলে দিয়ে বর্ষাকে বরণ করতে তিনি বলেছেন- "এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা/গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা। দুলিছে পবন সনসন বনবিথীকা, গীতিময় তরুলতিকা"।

নজরুলকে বলা হয় বিদ্রোহী এবং অনন্ত বিরহের কবি। শিল্পচৈতন্যে বর্ষাঋতুর প্রভাব বর্ষার বর্ণণার মধ্য দিয়ে তিনি উপস্থাপন করেছেন এভাবে। "অঝোর ধারায় বর্ষা ঝরে সঘন তিমির রাতে। নিদ্রা নাহি তোমার চাহি, আমার নয়ন পাতে। ভেজা মাটির গন্ধ সনে, তোমার স্মৃতি আনে মনে। বাদলী হাওয়ার লুটিয়ে কাঁদে আঁধার আঙ্গিনাতে"। বর্ষার রূপ, রং, মাটির ভেজা গন্ধ, ঘাটে নৌকা বাঁধা, জেলেদের মাছ ধরা, বিলে শাপলা সব কিছুই আপন সৌন্দর্যে আর মহিমায় ভাস্বর।

প্রকৃতিতে কত রূপ আর ঐশ্বর্য ছড়িয়ে রয়েছে তার কোন হিসেব নেই। কবিরা প্রকৃতির রূপকে ছন্দে আর কথামালায় গেঁথে তোলেন। বর্ষায় অবিরাম ধারায় বৃষ্টিপাত হয়ে মর্ত্যে ধূসরতা নামে, ভিজে হাওয়ার ঠান্ডা পরিবেশ প্রভাবিত হয় মানব সমাজকে। ব্যাঙ্গের ভৈউ ভৈউ ব্যতিক্রমী সুর বর্ষার চরিত্রের অনন্য রূপ প্রকাশ করে।

কবি নির্মলেন্দু গুণ 'বর্ষার সঙ্গে আমার সম্পর্ক' কবিতায় বর্ষাকে ঋতুদের মধ্যে ঋতুরাণী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কবি মহাদেব সাহা'র কাছে- বর্ষা হল জীবনের প্রথম আনন্দ। তাঁর "বর্ষা" কবিতায় তিনি লিখেছেন– "বর্ষা হচ্ছে জীবনের প্রথম আনন্দ, আজো আমি/বর্ষায় উন্মাদ/আজো আমি বর্ষামত্ত ঘোরলাগা পল্লীর বালক/বর্ষায় আমি ফিরে পাই ত্বক আর জিহ্বার স্বাদ"।

ফসল, ক্ষেত, গাছপালা, নদী-নালা তথা প্রকৃতিকে স্নান করানোর জন্য বর্ষার বিকল্প নেই। প্রকৃতি তার ধুলো ধুয়ে নেয় বর্ষার জলে। বৃক্ষরাজির মধ্যে সতেজতা দেখা দেয়। নদী-হাওর-বিলের মাছগুলো নয়া পানির আগমনে নতুন প্রাণ খুঁজে পায়। নয়া পানিতে মাছের ছলাৎ-ছলাৎ নৃত্য এবং জেলেদের জীবন জীবিকার নতুন পথের সন্ধান মেলে। বাংলার লোককবি উকিল মুন্সি আবেগ আর দরদ দিয়ে বলেছেন– "যেদিন থেকে নয়া পানি আইলো বাড়ির ঘাটে সখি রে/অভাগিনীর মন কত শত কথা ওঠে রে...।"

হৃদয়ে যখন অনেক কথা উঠে তখন হৃদয় বসে থাকতে পারে না। আর বর্ষায় বৃষ্টির নাচন হৃদয়কে আরো উদ্বেলিত করে তোলে। "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে...।" বর্ষার আগমনে গ্রীষ্মের দাপট কমতে থাকে। গ্রীষ্ম বুড়ো হয়ে যায় আর বর্ষায় সবকিছু যৌবনপ্রাপ্ত হয়। বর্ষার তান্ডব সহনীয় বটে কিন্তু গ্রীষ্মের উত্তাপ অসহ্য। তবুও ষড়ঋতুর দেশে প্রতিটি ঋতু নিয়ে আসে ভিন্ন স্বাদ, অনুভূতি। প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে পাই ভিন্ন আমেজ। তাই বর্ষার প্রকৃতির মতো প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠুক প্রত্যেকের জীবন॥

বাংলাদেশের স্বীকৃতিবিহীন মুক্তিযোদ্ধারা
(The Unsung Freedom Fighters of Bangladesh)

বার্থা গীতি বাড়ৈ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

তবে মা একদিন টিউশনি থেকে ফেরার পথে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, একটু পরেই কার্ফিউ শুরু হবে তাই রাস্তাঘাট প্রায় জনমানবহীন হয়ে পড়েছে। মা'র রিক্সা আইস ফ্যাক্টরি রোড থেকে নিউমার্কেটের মোড় পাড় হয়ে পাথরঘাটার দিকে চলমান। হঠাৎ মা খেয়াল করলেন যে, নিউমার্কেটের মোড় থেকে একটা মিলিটারীদের বড় কার মাকে ফলো করছে। মা মনে মনে সর্বান্তকরণে ঈশ্বরকে ডাকতে থাকলেন। মা বাসার সামনে গির্জার গেইটে রিক্সা থেকে নেমেই অসীম সাহসে ভর দিয়ে পিছনের গাড়ীর দিকে এগিয়ে যেয়ে পরিস্কার উর্দুতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেয়া মাংতা হ্যায়, কিসকো মাংতা হ্যায়? (কি চাও, কাকে চাও)? পাকিস্তানী সেনারা মাকে কি জানি কি মনে করে প্রচন্ড ভড়কে গিয়ে সাঁই করে গাড়ী নিয়ে পালিয়ে গেল। এই ভাবে প্রচন্ড সাহসের কারণে মা সেই যাত্রা বেঁচে গেলেন। একদিন সন্ধ্যায় আমরা সবে খেলাধুলা করে বাসায় ফিরে এসেছি। রোজার মাস, একটু পরেই আজান দিবে, সাইরেন পড়বে ইফতারীর জন্য। বাসার সামনে ইলেকট্রিক ট্রান্সমিটার, যেটা থেকে পুরো পাথরঘাটা এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, তাকে ঘিরে গোলাকৃতি যে সিমেন্টের বাঁধানো চত্তর, তার একপাশে ইফতারী হিসেবে বিক্রয়ের জন্য মুখরোচক বেগুনী, পেঁয়াজু ইত্যাদি ভাজা হচ্ছিল। আমার কিশোর বয়সী বড় ভাই ডমিনিক মহা আগ্রহে সেই কর্মকাণ্ড নির্বিষ্ট মনে দেখছিল। হঠাৎ এক যুবক চিৎকার করে বলে উঠলো, "একশো হাত তফাৎ, একশো হাত তফাৎ যাও -এই খোকা শীঘ্রি এই জায়গা থেকে পালাও"। বড়দা পেঁয়াজু ভাজা দেখার ফাঁকে খেয়াল করেছিল যে, দুইজন লোক ইলেকট্রিক ট্রান্সমিটারে কি যেন লাগাচ্ছিল, ও ভেবেছিল ইলেকট্রিশিয়ানরা এসেছে কিছু মেরামত করতে। আসলে ওই যুবকরা ছিল মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা, ওই ট্রান্সমিটারে তারা টাইম বোমা ফিট করে দিয়েছিল যেন তা' ১০ মিনিট পর বিস্ফোরিত হতে পারে। ফলে এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে হয়তো বড় কোন অপারেশন করে পাক বাহিনীকে নিধন করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। আমার বড়দা দৌড়াতে দৌড়াতে, হাঁফাতে হাঁফাতে একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলো "একশো হাত তফাৎ, একশো হাত তফাৎ"। আমার বার বছরের বড়দি মেরি বিরজা বড়দাকে থামিয়ে জানতে চাইলো বিষয়টা কী? ধাতস্থ হয়ে বড়দা জানালো যে, বোমা ফিট করা হয়েছে, এই মুহূর্তে ট্রান্সমিটার ব্লাষ্ট হবে। বড়দি চিৎকার করে উপর ও নীচ তলার সবাইকে কানে আঙুল দিয়ে পিছন দিকে কুয়ার ধারে যেতে নির্দেশ দিল। হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে সবাই নেমে কুয়ার ধারে এসে পড়তেই ভয়ঙ্কর শব্দে অনেক জায়গা কাঁপিয়ে ট্রান্সমিটার ব্লাস্ট হল। আমরা দোতলা বাড়ীর পেছন থেকেই দেখলাম আগুনের লেলিহান শিখা কয়েকশ ফিট উপরে উঠে এসেছে দাউ দাউ করে। ঝন ঝন শব্দে দোতলা বাড়ীর জানালা দরজার সমস্ত কাঁচগুলো ভেঙে পড়লো। কিছুক্ষণ পর আগুন নিভে গেল কিন্তু পুরো জনপদ গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল।

ওইদিকে মা গিয়েছিলন একটি ব্যতিক্রমী বিয়ের জন্য কনের রিথ-ভেইল যোগাড় করতে সিস্টারদের কনভেন্ট-এ। এক বিধবা ভদ্রমহিলা মাকে দিদি ডেকে মার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন তার বিয়ের ব্যাপারে। ছেলের বন্ধুর সাথে প্রণয় ও বিয়েতে স্বাভাবিকভাবেই ছেলের ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কোন সম্মতি ছিল না। পাল-পুরোহিতের সাথে কথা বলে মা বিয়ের দিন তারিখ, পোশাক ও নিজের স্বর্ণের গহনা (সাময়িক ভাবে) দিয়ে এই বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। মা কনভেন্ট থেকে যখন ইলেকট্রিক ট্রান্সমিটারের ব্লাস্ট শুনতে ও আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেলেন, তখন কপাল চাপড়ে কাঁদতে-কাঁদতে মাটিতে বসে পড়লেন এই ভেবে যে তার সন্তানেরা ও আপন জনেরা কেউ আর বেঁচে নেই, কারণ ইলেকট্রিক ট্রান্সমিটার থেকে দত্তদের দোতলা বাড়ী ছিল সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানে। সিস্টাররা সবাই মিলে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে, একজন পুরুষ দাড়োয়ানের সাথে ফাদার বাড়ীর ভিতর দিয়ে মাকে বাসায় আসতে সাহায্য করলেন। মা বাসায় এসে সবাইকে জীবিত দেখে আমাদের জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। ঐ রাতেই রাজাকার বাহিনীর একটি দলকে পাঠিয়ে দেয়া হল প্রথমে বাড়ী তল্লাশী করতে ও পরে বাড়ীতে পাহারা বসাতে। রাজাকার বাহিনীর সাথে স্থানীয় মুসলিম লীগের প্রতিনিধি হিসাবে যিনি আসলেন, তিনি মাকে দেখে একেবারে চমকে উঠে বললেন "টিচার আপনি এখানে!" তারপর তিনি রাজাকার কমাণ্ডারকে নির্দেশ দিলেন টিচারের পরিবারের যেন কোন ক্ষতি না হয় বরং তারা যেন আমাদের যথাযথ সুরক্ষা দেয়। মায়ের প্রাক্তন ছাত্র সেই সুন্দরকান্তি যুবকটি ছিলেন বিখ্যাত বা কুখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা ফজল কাদের চৌধুরী (ফক্কা চৌধুরী) সাহেবের ভাইয়ের ছেলে যাদের বাড়িটি ছিল (এখনো আছে) মিরান্ডা লেনের মাথায়, সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুলের কোণায়। সেই ব্যক্তি বা তারই সদৃশ্য ভাই (ফজল কবীর চৌধুরীর ছোট ছেলে ফজল করিম) পরবর্তীতে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের বিখ্যাত নেতা হয়ে উঠেছেন। (হায়রে আমার অভাগা দেশ! কত নেকড়েই না ভাল মানুষ সেজে আম জনতার মধ্যে মিশে গেছে। এখন তারাই এদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে।) আমি বড়দিকে সতর্ক করতে দৌড়ে ভিতরে গেলাম। বড়দি তখন দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ রাজাকার বাহিনীর আগমনের বিষয়টা টের পেয়ে বড়দি সচরাচর যেখানে লুকায় (অর্থাৎ দোতলা থেকে ছাদে উঠার সিড়ির মাঝ বরাবর একটা চিলেকোঠা ছিল যেখানে সাধারণত গোবরের লাঠি ও পিঠার মত গোবর শুকিয়ে জ্বালানী হিসেবে মজুদ রাখা হত) সেইখানে লুকাতে ছোট জানলার মত কাঠের দরজা ধরে টানাটানি শুরু করলো। ব্যর্থ হয়ে দ্রুত সিড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল, আমিও পিছে পিছে গেলাম। (বড়দি পরে বলেছিল যে, ওরা যদি কোনরূপ অপমান করার চেষ্টা করতো তাহলে ও প্রয়োজনে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করতো) একটু পরেই রাজাকার বাহিনীর প্রৌঢ় কমাণ্ডার কয়েকজন রাজাকার নিয়ে ছাদে এসে হাজির হল। আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করলো আমরা ছাদে কেন? বড়দিও অকুতোভয় উত্তর দিল "চাচা গরম লাগ্‌ছে তাই ছাদে হাওয়া খেতে উঠেছি।" চাচা তো আসল কারণ বুঝে ফেলেছেন। তিনি আশ্বস্থ করে বললেন "ভয় পেও না মা - আমরা থাকতে তোমার কোন ভয় নাই, আমাদেরও মেয়ে আছে, পেটের দায়ে এই চাকরি করছি।" দলবল নিয়ে রাজাকার কমাণ্ডার (যিনি আগে পুলিশ বা আনসার বাহিনীতে ছিলেন) নীচে নেমে গেলেন এবং দত্তদের দালানের সামনের রুমটা দখল করে নিলেন পাহারা বসাবার জন্য। মা, সুরঞ্জন মামা ও অন্যান্যদের নিয়ে প্রথমে ভাঙা কাঁচ পরিস্কার করলেন। তারপর প্রথম রুমের পর শক্ত যে কাঠের দরজা তা ভালভাবে বন্ধ করে দিয়ে একটি বড় সেগুন কাঠের আলমারী দিয়ে ভিতর থেকে মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তুললেন, যেন রাজাকারেরা চাইলেই অন্দর মহলে প্রবেশ করতে না পারে। তখন থেকে আমাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা হল বাড়ীর পিছন দিকে কুয়োর পাশ দিয়ে ডান দিকের গোয়াল ঘরের ভিতর দিয়ে বড় রাস্তায় বের হওয়ার ছোট গেট। (চলবে)

ধ্বংসমুখী ঐতিহাসিক ভাওয়াল

সংগ্রামী মানব

বাংলাদেশ নামক দেশটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কেননা এই দেশটি এতই সুন্দর যে, যেদিকে তাকাই, যেদিকেই বিচরণ করি সেদিকেই যেন এর মোহনীয় অনুভূত হয়। দেশকে শুধুই ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা যাকে এর প্রাণকেন্দ্র বলা হয়ে থাকে। সকলেই কেন জানি ঢাকামুখী, হোক সে গরীব কিংবা ধনী, সুস্থ বা অসুস্থ। সবার একই মনোভাব যে ঢাকায় আসলে সবকিছুর সমাধান হবে। অভাব-অনটন দূর হবে। কোটি ঊর্ধ্ব মানুষের বসবাস এ ছোট্ট শহরে। প্রায়শই মনে হয়, মানুষের ভারে শহরটি নুয়ে পরেছে। দালানকোঠা, বাড়ি-গাড়ী, আসবাবপত্র এ সবই যেন উর্ধ্বমুখী। পরিবেশটা ধূলিময়, এ যেন এক আধুনিক মরুভূমি। এই মরুভূমিটির বর্তমান জন্মদাতা আমরা মানবেরা। মরুভূমি যেন পাশের জেলা গাজীপুরকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করে ফেলেছে। গাজীপুর জেলার নির্দিষ্ট অঞ্চলকে আমরা ভাওয়াল বলে থাকি। এই ভাওয়াল হল, হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টানের রোপিত পূর্ণাঙ্গ একটি ফলশালী বৃক্ষ। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এটিকে নবরূপে সাজাতে প্রয়াস চালিয়েছিলেন। যে বৃক্ষটি তারা রোপণ করেছিলেন তা আজ একটি বড় বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। প্রচুর ফলে ফলশালী এই বৃক্ষ, বিশ্বাঙ্গনে বাংলাদেশকে সম্মানের স্থানে বসাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই বৃক্ষের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা, আমরা ভাওয়ালের জনমানবেরা। এখানে ছেলে-মেয়েরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, অনেক জন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, নেতা, সেবাকর্মী হয়ে দেশকে উন্নত শিরে নিয়ে যাচ্ছে। আবার অনেকে ছোট ছোট কাজ করে দেশকে সম্মানিত করছে। এই ভাওয়ালে অধিক সংখ্যক খ্রিস্টানের বসবাস। খ্রিস্টানেরা শান্তিপ্রিয়, কোমলপ্রাণ মনের অধিকারী। খ্রিস্ট যিশু নিজে তাদেরকে বিবাদের পথ ত্যাগ করে শান্তির পথে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। সমগ্র বিশ্বের খ্রিস্টানদের ন্যায় ভাওয়ালের খ্রিস্টানেরাও যিশু খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণ কওে শান্তিতে বসবাস করছে। তাইতো ভাওয়ালের খ্রিস্টানেরা সকলেই শান্তি প্রিয় ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিরোধী। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা একটু ভিন্ন। চল্লিশ বছর পূর্বের ভাওয়াল আর বর্তমান ভাওয়াল এক নয়, সে হোক মানুষ-মানুষে কিংবা রূপ-বৈচিত্র্যে। ভাওয়ালের মধ্যকার বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দিন দিন মানুষের মাঝে নেশা, অপরাধ ও উগ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন উপায়ন্তরও না পেয়ে অগণিত ছেলে-মেয়েরা আত্মহত্যার পথ বেঁছে নিচ্ছে। খ্রিস্টানদের মধ্যেও অপতৎপরতার দৃশ্যপট লক্ষ্যণীয় হচ্ছে। পূর্বকার সংঘবদ্ধতার ইতি ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। এখন অসংখ্য সাইনবোর্ডে ভাওয়াল দন্ডায়মান। যেদিকে তাকাই সেদিকেই এগুলো নজর কাড়ে। মাঝে মধ্যে মনে হয়, এগুলো হয়তোবা মানুষের ভাগ্য বদলাতে এখানে এসেছে। কিন্তু পরক্ষণে মনে হয় আমি ভুল, এগুলো ভাগ্য বদলাতে নয় বরং ভাওয়ালকে নিমূল করতে এখানে এসেছে। সত্যিই তাই, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাওয়াল এখন হয়ে যাচ্ছে গ্রামশূণ্য। এখন ভাওয়ালের একটি নির্দিষ্ট গ্রামের কথায় আসা যাক, কনক (ছদ্দনাম) নামের মধ্যবয়স্ক এক নারী, স্বামী মাস তিনেক আগে মৃত্যুবরণ করেছে, মেয়ে চন্দ্রিমাকে নিয়ে বসবাস করে তাদের ছোট্ট বসতঘরে। কনকের গ্রামের নাম বাঘমারা (ছদ্দনাম)। কিছুদিন যাবৎ কনকের গ্রামে কিছু অচেনা লোকের আনাগোনা বেড়েছে। তাদের চলাফেরা গ্রামবাসীর মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। একদিন তিন চারজন অপরিচিত লোক কনকের বাড়িতে এসে হাজির হল। কনক বলল, কে আপনারা আর কেন এখানে এসেছেন? পরক্ষণে একজন উত্তরে বলল, আমি রশিদ, আমি একজন প্রকৌশলি. আমার বাড়ি আপনাদের পাশের গ্রাম মোজাফফর নগরে। আমার সাথে থাকা স্যারেরা হলেন অনেক বড় বিজনেজ ম্যান। কনক বলল, তো কি চাই এখানে? রশিদ বলল, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি, শরীরটাও বেশ ক্লান্ত। আগে একটু বসে নেই তারপর না হয় সব বলা যাবে। কনক ঘরের বারান্দা দেখিয়ে বলল, আসুন ওখানে গিয়ে বসি। কিছুক্ষণ পর রশিদ বলল, বৌদি শুনুন, আমরা জানতে পেরেছি আপনার অনেক জায়গা-জমি রয়েছে। তো এত জায়গা-জমি দিয়ে কি করবেন। তার থেকে বরং আমাদের কাছে কিছু জমি বিক্রি করে দিন। আমরা আপনাকে ন্যায্য মূল্য দিব। ওই দেখছেন স্যারেরা, ওই জমিতে কলকারখানা তৈরি করবে আর এতে করে এই গ্রামের লোকদের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হবে। বৌদি একটু ভেবে দেখুন, আপনার সেই জায়গায় কলকারখানা হলে কত লোকই না উপকৃত হবে।

রশিদের কথায় কনকের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি হল। কনক বলল, ঠিক বলেছেন, তবে আমি এক বিঘা জমি বিক্রি করতে রাজি আছি। রশিদ বলল, এতেই আমাদের হবে। রশিদ ফুসলিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে জমিটুকু ক্রয় করল। মাস-দেড়েকের মধ্যে কলকারখানা নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেল। বছর দেড়েকের মধ্যে কারখানাটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেলো। কারখানাটি প্লাস্টিক তৈরির কারখানা হিসেবে পরিচিতি লাভ করল। একটা সময় পর কনক জানতে পারল, আর কিছুদিন পর কারখানার কার্যক্রম শুরু হবে। মালিক পক্ষ্য ইতোমধ্যে শ্রমিক নিতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় কণক তার মেয়ে চন্দ্রিমার জন্যে রশিদের কাছে চাকরির আবেদন করল। কনককে দেখে রশিদ ক্ষিপ্ত হল। রশিদ বলল, এখানে কোন অশিক্ষিত লোকের চাকরি হবে না। এখনই এখান থেকে চলে যান। কনক নীরবে বাড়ি ফিরে গেল। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক এনে কারখানায় কাজ দেওয়া হল। গ্রামের কাউকেই সেখানে কাজ দেওয়া হল না। অতপর দেখা যাচ্ছে, কারখানার শ্রমিকেরা সারাদিন কাজ করছে আর রাতে গ্রামের ছেলেদের সাথে অবাদে মেলামেশা করছে। বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হচ্ছে। মেয়েদেরকে উত্তক্ত করা, নেশা কেনাবেচা করা, চুরি- ডাকাতিসহ অসংখ্য কর্মকান্ড তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হচ্ছে। অন্যদিকে কারখানার বর্জ্য অন্যের জমিতে ফেলা হচ্ছে। এভাবে জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশও দূষিত হচ্ছে। কারখানার মালিক পক্ষ গ্রামটি কিনে নিতে গ্রামবাসীদের উপর অত্যন্ত চাপ প্রয়োগ করছে। গ্রামবাসীরা উপায়ন্তর না পেয়ে সকল জমি-জমা বিক্রি করে অন্যত্র চলে যেতে আরম্ভ করেছে। এতে করে গ্রামটি তার অস্থির হারিয়ে ফেলেছে। আর এভাবে ভাওয়াল নামটি কোম্পানি দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে ইতিহাসে স্থান নিয়েছে॥

মানসিক স্বাস্থ্য

হিয়া ডমিনিকা গমেজ

মানসিক স্বাস্থ্য বলতে জ্ঞানীয়, আচরণগত এবং মানসিক সুস্থতাকে বোঝায়। মানুষ কী-ভাবে চিন্তা করে, অনুভব করে এবং আচরণ করে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। মানুষ কখনও কখনও মানসিক স্বাস্থ্য শব্দটিকে মানসিক ব্যাধি শব্দের অনুপস্থিতিতে ব্যবহার করেন। মানসিক স্বাস্থ্য দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সম্পর্ক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে।

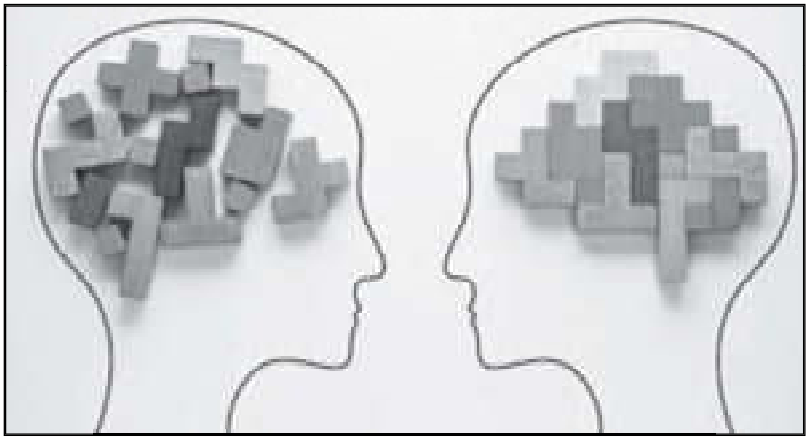

মানসিকভাবে ধনী হওয়ার অর্থ কী?

- মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়ার উপায়গুলো শেখাকে মানসিক সম্পদ ও বলা হয়। এটি আমাদের আরও স্থিতিস্থাপক করে তোলে এবং আমাদের সামগ্রিক সুস্থতা বাড়ায়। এর অর্থ হল আমরা আমাদের বন্ধুদের সহায়তা করতে আরও সজ্জিত।

মানসিক ব্যাধির ধরন কী কী?

সাতটি সাধারণ মানসিক ব্যাধি রয়েছে। নিম্নে ৭ টি মানসিক ব্যাধির ধরন দেয়া হলো:

১) হতাশা।

২) উদ্বেগজনিত ব্যাধি যেমন- সাধারণীকরণে উদ্বেগজনিত ব্যাধি, সামাজিক উদ্বেগ-জনিত ব্যাধি, আতঙ্কজনিত ব্যাধি এবং ফোবিয়াস।

৩) অবসেসিভ-বাধ্যতামূলক ব্যাধি (Obsessive- compulsive disorder/ OCD)

৪) বাইপোলার ব্যাধি Bipolar disorder (এটি এমন একটি মানসিক ব্যাধি যা মেজাজ, শক্তি, ক্রিয়াকলাপের স্তর, ঘনত্ব এবং প্রতিদিনের কাজ সম্পাদনের ক্ষমতাতে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটায়।)

৫) আঘাত পরবর্তী চাপজনিত ব্যাধি (Post-traumatic stress disorder or PTSD)

৬) সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)

৭) ব্যক্তিত্বের ব্যাধি (such as- borderline personalitz disorder, narcissistic personalitz disorder, and antisocial personalitz disorder.)

শীর্ষ স্থানে থাকা ৩ টি মানসিক অসুস্থতা কি কি?

সবচেয়ে সাধারণ ৩ টি মানসিক অসুস্থতা হলো-

১) উদ্বেগ ব্যাধি

২) মেজর ডিপ্রেশন ব্যাধি (নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত লক্ষণ এবং লক্ষণ সহ একটি রোগ যা কাজ করার, ঘুমানোর, খাওয়ার এবং একবার উপভোগযোগ্য ক্রিয়াকলাপ উপভোগ করার দক্ষতায় হস্তক্ষেপ করে।)

৩) বাইপোলার ব্যাধি

মানসিক রোগের ৫ টি লক্ষণ কী কী?

- মানসিক অসুস্থতার পাঁচটি প্রধান সতর্কতা চিহ্ন নিম্নরূপ:

১) অতিরিক্ত প্যারানয়া, দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ।

২) দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ বা বিরক্তি।

৩) মেজাজে চরম পরিবর্তন।

৪) সামাজিক প্রত্যাহার।

৫) খাওয়া বা ঘুমের ধরণে নাটকীয় পরিবর্তন।

মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি কেমন অনুভব করেন?

- আমরা যদি কোনও মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে থাকি তবে আমরা উদ্বেগ, রাগ, লজ্জা এবং দুঃখ সহ বিভিন্ন আবেগ অনুভব করতে পারবো। পরিস্থিতির ক্ষেত্রে আমরা নিজেকে নিঃস্বও বোধ করতে পারি। প্রত্যেকেই আলাদাভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়।

মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে আপনার কী বলা উচিত নয়?

১) এটি শুধু আপনিই ভাবছেন।

২) আপনার কাছে অনেক কিছু আছে ভালো থাকার জন্য।

৩) আমিও এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম।

৪) আপনি কেবলমাত্র মনোযোগ খুঁজছেন।

৫) এটি আরো খারাপ হতে পারতো।

৬) পাগলামি বন্ধ করুন।

৭) সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে আমাদের কী বলা উচিত?

১) আপনি কি এ বিষয়ে কথা বলতে চান? আমি সবসময় এখানে আপনার জন্য আছি।

২. আমি আপনাকে কী ভাবে সাহায্য করতে পারি?

৩. এটি সত্যিই খুব কঠিন পরিস্থিতি। আপনি কিভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করছেন?

৪. আসুন আমরা কোথাও নিঃশব্দে বসি বা হাঁটি।

৫. আমি সত্যিই দুঃখিত যে আপনি এটির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। আপনার যদি আমার দরকার হয় তবে আমি এখানেই আছি।

৬) আপনি কি আমার দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান করছেন নাকি আমি আপনার কথা শুনবো?

মানসিক অসুস্থতার সর্বোত্তম চিকিৎসা কোনটি?

- **সাইকোথেরাপিঃ** সাইকোথেরাপি হলো একটি প্রশিক্ষিত মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদার দ্বারা প্রদত্ত মানসিক রোগের চিকিৎসা। সাইকোথেরাপি চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং আচরণগুলি অন্বেষণ করে এবং কোনও ব্যক্তির মঙ্গল উন্নত করার চেষ্টা করে। সাইকোথেরাপির সাথে medication যুক্ত করে মানসিক ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব॥

Source: Google

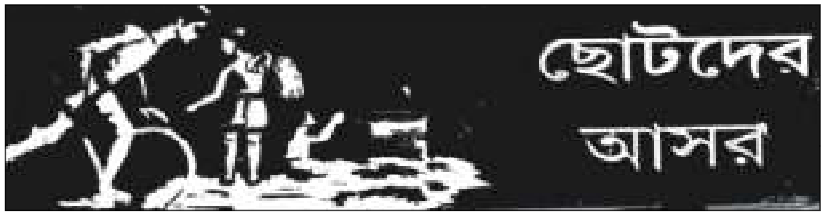

সাদা মনের মানুষ হও

তুমি যা করো তাই বলো আর তুমি তাই কর যা তুমি বলো। সাদা মনের মানুষ হয়ে ওঠে মহান। মুখে একরকম আর অন্তরে অন্যরকম মানসিকতা পোষণ করো না। তুমি হবে একজন সোজা পথের মানুষ।

খোলামন-মর্যাদা-প্রাচীনকালের দুষ্প্রাপ্যসামগ্রী নয়। নিজের মধ্যে এবং অন্যদের মধ্যে একে মূল্যবান বলে গণ্য করো। বাড়ী, রাজনীতি, ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার সম্পর্কে তোমার মর্যাদার মূল্যায়ন কর। তোমার অন্তরের অন্তস্থলে সবকিছুর উর্ধ্বে এটাকে মূল্য দাও।

বই : ৬০টি উপায়ে, নিজেকে বিকশিত হতে দাও

মূল লেখক : মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি

অনুবাদ : রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)

প্রার্থনা:

প্রেমময় প্রভু, আমাকে একজন সাদা মনের মানুষ হতে সাহায্য করো। মানুষের মাঝে আমি খোলামন হতে পারি না। আমি অন্যের জীবনের মূল্যায়ন করতে পারি না। আমাকে কৃপা দান কর যেন ঈশ্বর ও মানুষের সাথে বন্ধুত্বে মর্যাদার মূল্য দিতে শিখি। আমেন

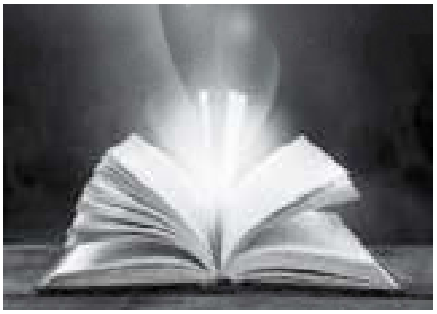

উন্নত প্রযুক্তি

সপ্তর্ষি

আধুনিকতার ছোয়া হারিয়ে যাচ্ছে
মানুষের সুনাম
কালের পরিক্রমায় বিলিন হচ্ছে
বাঙ্গালীর ঐতিহ্য
যতটুকু ছিল গ্রাম-গঞ্জে তাও গেছে
আজ হারিয়ে
পদখা দিয়েছে তাই আন্তরিকতার
বড়ই অভাব।
আগে টিভি দেখতে গিয়েছি ছুটে
অন্যের ঘরে
সিনেমা দেখতাম সবাই
একসাথে উঠানে বসে
আনন্দ উল্লাস হাসি তামাশা আর
দুঃখ কষ্টে
পাশে থেকেছি ভালবাসা ও
সহানুভূতি নিয়ে।
ঘরে ঘরে এখন এসেছে
টিভি আর মোবাইল
জ্ঞানের প্রয়োজন যেন শেষ হয়ে
গেছে তাই
ধুলা জমেছে টেবিলে সাজানো
বইগুলোতে
মত্ত মানুষ টিভিতে সিরিয়াল আর
ফেইসবুকে।
আত্মকেন্দ্রিকতায় ঘেরা ঘর বন্দি
সব মানুষ
কারো খোঁজ-খবর নেবার সময়
হয় না কভূ
উন্নত প্রযুক্তি মানুষকে দিয়েছে তার
গতিবেগ
আজ হারিয়েছে সবাই তাই মনের
সব আবেগ।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

কেউই যেন একা পড়ে না থাকে

দিনের মঙ্গলসমাচারের উপর অনুধ্যান রেখে তিনি বলেন, শিষ্যেরা বাণীপ্রচারে বেরিয়ে পড়ে এবং তেললেপনের মধ্যদিয়ে অনেক রোগী ও অসুস্থদের সুস্থ করে তুলেন। এই তেল হলো রোগীলেপন সংস্কারে সেই তেল যা দেহ-মনে আরাম দেয়; একই সাথে তা সেই মলমস্বরূপ যা রোগীদের যত্নদানকারী ব্যক্তিদেরকে রোগীদের কথা শুনতে, তাদের যত্ন নিতে, অন্তরঙ্গ হতে এবং কোমলনীয়তার মধ্যদিয়ে তাদের যন্ত্রণা লাঘব করে ভালো অনুভব করতে সহায়তা করে। আমাদের সকলের জীবনেই কোন না কোন সময় সেই তেললেপনের প্রয়োজন রয়েছে এবং আমরা সকলেই খুব সাধারণ ক্রিয়াকর্ম; যথা- রোগী পরিদর্শন, তাদের সাথে কথা বলা, একটু সময় দেওয়া ইত্যাদির মধ্যদিয়ে অন্যদেরকে তেললেপনের আনন্দ দান করতে পারি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই মূল্যবান সুবিধাটি যেন কোনভাবেই হারিয়ে না যায়। তা রাখতে হবেই। আর তারজন্যে সকলকেই অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। কেননা এই সুবিধা সবার যেমনি দরকার তেমনি তা প্রদান করার জন্য সবার অবদানও রাখতে হবে। অর্থনৈতিক চাপ যেন অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবার সক্ষমতাতে প্রভাব না ফেলতে পারে। হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে পোপ মহোদয় অভিজ্ঞতা করেছেন ভালো ও সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার গুরুত্ব। তা ইতালির জন্য যেমনি তেমনি সারা বিশ্বের জন্যও।

কেউই যেন একা পড়ে না থাকে

পোপ মহোদয় তাঁর সহভাগিতার শেষাংশে সকল ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ প্রশংসা করে এই সেবাকাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। পোপ মহোদয় আমাদের সকলকে আহ্বান করেন রোগীদের জন্য প্রার্থনা করতে, বিশেষভাবে যারা দারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করছে তাদের জন্য। যেন কেউই আমাদের অন্তরঙ্গতা ও যত্ন থেকে বাদ না যায়।

ভাতিকান যোগাযোগ দপ্তরের মূখপাত্র মাত্তেও ব্রুনি জানান, পোপ মহোদয় ১৪ জুলাই ১০:৩০ মিনিটে জেমেল্লী হাসপাতাল ত্যাগ করেন এবং ১২টার একটু আগে ভাতিকানে ফেরেন। তবে পথিমধ্যে তিনি সান্তা মেরী মাজোওে বাসিলিকায় প্রবেশ করে মা মারীয়ার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে তিনি রোগীদের দেখতে যান, তাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন ও আশীর্বাদ দেন। তাদেরকে উৎসাহিত করেন এই কঠিন বাস্তবতা মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যেতে। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে পোপীয় দায়িত্ব গ্রহণের পর এই প্রথমবারের মতো পোপ ফ্রান্সিস হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা

- পোপ ফ্রান্সিস

ইতোমধ্যে অনেকেই অবগত হয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস অসুস্থতার ও একটি অপারেশন করানোর জন্য জেমেল্লী হাসপাতালে ভর্তি হন ৪ জুলাই। ৮৪ বছর বয়স্ক পোপ মহোদয়কে গভীর পর্যবেক্ষণের পর অধ্যাপক সার্জিও আলফিরেরি'র তত্ত্বাবধানে তাঁর সফল অস্ত্রোপচার হয়। তিনি কোলন ডাইভারটিকুলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। গত ১১ জুলাই রোজ রবিবার পোপ ফ্রান্সিস জেমেল্লী হাসপাতালের ১০ তলার ব্যালকনি থেকে রবিবারের দূত সংবাদ প্রার্থনার পরে সকলকে বিশেষভাবে যারা হাসপাতালের নীচে জড়ো হয়েছিল সেসব শুভাকাঙ্খীদের শুভেচ্ছা জানান। ১০ মিনিট তিনি ব্যালকনীতে অবস্থান করেন। সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে মহামূল্যবান উল্লেখ করে যারা তাঁর রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দেন পোপ মহোদয়। তিনি আরো জানান, রবিবারের এই সাক্ষাৎ কর্মসূচি রাখতে পেরে তিনি আনন্দ বোধ করছেন। আপনাদের অন্তরঙ্গতা ও প্রার্থনা-সহায়তা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে; অন্তর থেকে আপনারে ধন্যবাদ জানাই।

পোপ ফ্রান্সিস সাধারণত রবিবারের সাপ্তাহিক ভাষণে বিশ্ব পরিস্থিতি ও তাঁর মনে নিবিড়ে থাকা কিছু সমস্যার উল্লেক করে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দান করেন। গত ১১ জুলাই রবিবারের ভাষণে তিনি হাইতির প্রেসিডেন্টের হত্যাকাণ্ডসহ, হাইতির জনগণের সঙ্গে সু-সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন।

করোনা থেকে মুক্তি পাবার প্রত্যাশায় ইণ্ডিয়ার রোমান কাথলিক মণ্ডলীর প্রার্থনা অনুষ্ঠান

ইণ্ডিয়ার রোমান কাথলিক বিশপগণ তাদের ভক্তজনগণকে আহ্বান করছেন আগামী ৭ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ১ ঘণ্টার জন্য একসাথে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতে। প্রার্থনানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো - সকলে একসাথে প্রার্থনা করা

এবং যারা কোন না কোনভাবে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা। ইণ্ডিয়ার কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানান, এই বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান দেশের ১৩২টি রোমান কাথলিক ডাইয়োসিসকে একসাথে করবে। যারা ৯ জুলাই ভার্চুয়াল মিটিং করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১০ জুলাই সিবিসিআই এক বার্তায় জানায়, করোনা মহামারীর কারণে আমরা সকলেই কঠিন সংকটাপন্ন সময় ও ঝুঁকিপূর্ণ বাস্তবতা মোকাবেলা করছি। যারা তাদের প্রিয়জন হারিয়েছে তারা তাদের প্রিয়জনদের সমাধিদান ক্রিয়াকর্মটিও যথার্থ সম্মানের সাথে করতে পারেননি। এখনও অনেকে হাসপাতালের বিছানায় কাতরাছে অদৃশ্য এই ভাইরাসের সাথে যুদ্ধ করে। অনেকে তাদের চাকুরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছে; জীবনের আশাও হারিয়ে ফেলছে। বিশেষভাবে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের আক্রমণ সবকিছু উলোট-পালট করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় ৭ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে ৯:৩০ মিনিট পর্যন্ত সকলকে প্রার্থনা করার আহ্বান করা হচ্ছে। বিশপগণ বিশেষভাবে অনুরোধ রেখেছেন যেন পরিবারগুলো ও ধর্মসংঘগুলো প্রার্থনা অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন তীর্থস্থান থেকে প্রার্থনা অনুষ্ঠান পরিচালিত হবে। অনলাইনে সম্প্রচারিত হবে সাধু টমাসের সমাধি স্থান, সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ও কোলকাতার সাধ্বী তেরেজার সমাধি স্থান এবং মুম্বাইয়ের মারীয়ান বাসিলিকা, ভ্যালেঙ্কিনি, সারধানা, শিবাজিনগর স্থাগুলো থেকে। প্রার্থনানুষ্ঠানটি সমাপ্ত হবে সাক্রামেন্তীয় আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে; যা কাথলিক স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো সরাসরি প্রচার করবে॥ **- তথ্যসূত্র :** *news.va*

সারা দেশে ভালোবাসায় সিক্ত সাধু আন্তনী

গত জুন মাসে দেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে পালিত হয়েছে সাধু আন্তনীর পর্ব। ১৩ জুন বক্সনগর ইপ-ধর্মপল্লীতে, সাভারে কমলাপুরে, ও প্রবাসীদের জন্য তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে; ১৪ জুন রাজশাহীর মহিপাড়াসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে যথাযথ মর্যাদায় সাধু আন্তনীর অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় এ পর্ব পালন করেছে ভক্তগণ।

সাভার কমলাপুর থেকে ফাদার আলবার্ট রোজারিও ▯ গত ১৩ জুন রবিবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সাধু আন্তনীর ভক্তদের উপস্থিতিতে উদ্‌যাপিত হয় কমলাপুর উপকেন্দ্রের প্রিয় প্রতিপালক সাধু আন্তনীর পার্বণ। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের মনোনীত বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। বর্ণিল শোভাযাত্রায় ছিলো নাচের মেয়েরা, আরতি কন্যা, সেবক, ফাদার ও বিশপ।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে বিশপ শরৎ বলেন, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সাধু আন্তনীর প্রধান কাজ। বিশপ সাধু আন্তনীর জীবনের কয়েকটি আশ্চর্য কাজের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সাধু আন্তনীর মত আরাধ্য সংস্কারের প্রতি আমাদের ভক্তি থাকতে হবে এবং নিয়মিত পাপস্বীকার করতে হবে।

খ্রিস্টযাগ শেষে ফাদার আলবার্ট সবাইকে সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ দেন। শেষ আশীর্বাদের পর সাধু আন্তনীর আশীর্বাদিত ছবি সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়। খ্রিস্টযাগের পর বিশপ শরৎকে সিলেটের নতুন বিশপ হওয়ার জন্য ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে মাল্যদান ও উপহার প্রদানের মাধ্যমে ধন্যবাদ ও কৃ তজ্ঞতা জানান হয়। ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সব শেষে প্রায় পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানো হয়॥

বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লী থেকে সিস্টার আন্না মানার সিএসসি : গত ১৩ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রবিবার আঠারগ্রামের গোল্লা ধর্মপল্লীর অর্ন্তগত পাদুয়ার সাধু আন্তনীর গির্জা, বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীতে প্রতিপালক সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। করোনা মহামারীর আতঙ্ক ও প্রকোপ থাকা সত্ত্বেও সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থবিধি মেনে পর্বটি অত্যন্ত ভাবগাম্বীর্যে পালন করা হয়। সকাল ৬:৩০মিনিট ও সকাল ৯:৩০ মিনিট দুটি পর্বীয় খ্রিস্টযাগই উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। পর্বের পূর্বে নয়দিন নভেনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি নভেনায় ভিন্ন-ভিন্ন মূলসুরের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধর্মপল্লী হতে আগত ফাদারগণ সহভাগিতা রাখেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ তার উপদেশ বাণীর প্রথম অংশে সাধু যোসেফের জীবন সমদ্ধে এবং দ্বিতীয় অংশে সাধু আন্তনীর বিষয়ে বলেন কথা বলেন। আর্চবিশপসহ আরো ১জন বিশপ, নয়জন যাজক ও একজন ডিকন পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে সিস্টারগণ পর্বীয় খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন। করোনার বর্তমান পরিস্থিতির কারণে অন্য ধর্মপল্লী হতে শুধুমাত্র পর্বকর্তা ও তাদের সাথে দুজন খ্রিস্টভক্ত পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত সাধু আন্তনীর ভক্তগণ যেন এই পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় সেজন্য প্রতিবেশী অন লাইন এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে। খ্রিস্টযাগের পর পাল-পুরোহিত ফাদার স্ট্যানলী কস্তা আর্চবিশপ, বিশপ, সকল যাজক, সিস্টার, পর্বকর্তা, খ্রিস্টভক্ত এবং পর্বের বিভিন্ন কমিটির সদস্য-সদস্যাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান।

রাজশাহীর মহিপাড়া থেকে ফাদার প্যাট্রিক গমেজ ▯ ১৪ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সোমবার রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের সাধু আন্তনী'র ধর্মপল্লী মহিপাড়াতে স্বাস্থ্যবিধি পালন ও মাস্ক পরিধান করে ধর্মপল্লীর প্রতিপালক এই মহান সাধুর পর্ব ও তীর্থ অত্যন্ত ভক্তিময়তা ও আধ্যাত্মিক সক্রিয়তায় উদ্‌যাপন করা হয়। করোনার উপদ্রব ও লকডাউনের ঝামেলায় ধর্মপ্রদেশের বিশপসহ অনেক উৎসুক ভ্রাতৃযাজক ও আন্তনীপ্রেমিক খ্রিস্টভক্ত মহিপাড়ায় আসতে না পারলেও ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে এবং ধর্মপল্লীর বাইরে থেকেও শত-শত খ্রিস্টভক্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও মাস্ক পরিধান করে পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগে ও তীর্থে অংশগ্রহণ করতে আসে। ধর্মপল্লীতে ছিল স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে করোনা মোকাবেলার সকল ব্যবস্থা।

এই পর্ব ও তীর্থ উপলক্ষে একান্ত সহজ-সরল ও ভক্তিময়তার আমেজে সাজানো হয়েছিল পবিত্র উপাসনালয় এবং গ্রোটো, গির্জার বারান্দায় ও গির্জার ভিতরে স্থাপন করা হয়েছিল সাধু আন্তনীর তিনটি প্রতিকৃতি (মূর্তি)। লক্ষণীয় যে, সকাল ৯:৩০ মিনিটে পর্বীয় ও তীর্থ উপলক্ষে মহাখ্রিস্টযাগ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই তীর্থযাত্রী এবং আন্তনী-ভক্ত অনেকেই গ্রটোর সামনে এসে ভক্তি-বিশ্বাসে সাধু আন্তনীর কাছে মানত স্থাপন করে প্রার্থনা করতে থাকে। মহাখ্রিস্টযাগ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকে চলতে থাকে যন্ত্রে চালিত সাধু আন্তনীর উপর রচিত বিভিন্ন ধর্মীয় গান। এর ফলে গির্জাঘরের ভিতরে ও বাইরে প্যান্ডেলের নীচে অবস্থানরত ভক্তবৃন্দ সাধু আন্তনীকে ঘিরে এক নীরব প্রার্থনা ও ধ্যানে মগ্ন ছিল।

সকাল ৯:৩০ মিনিটে শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী ও বয়স্ক নারী-পুরুষ মিলে প্রায় ৫০০ জনেরও অধিক খ্রিস্টবিশ্বাসী নিয়ে শুরু হয় পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগ গ্রোটো থেকে প্রারম্ভিক শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে। পুণ্য বেদীমঞ্চে যজ্ঞ উৎসর্গকারী ছিলেন ধর্মপল্লীর যাজকদ্বয়: ফাদার সুব্রত পিউরিফিকেশন ও ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। শুরুতেই ফ্রান্সিকান যাজক ও মণ্ডলীর আচার্য সাধু আন্তনীর জীবনী সবার সামনে পাঠ করা হয়। পবিত্র ঐশবাণী ঘোষণার পর পৌরহিত্যকারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজ উপদেশবাণীতে সবার জন্য প্রযোজ্য ও অনুকরণীয় সাধু আন্তনীর যে-সকল মূল্যবোধ ও গুণাগুণ তুলে ধরেন তা

হল: ছোটবেলা থেকেই তার শুচিতা ও প্রার্থনা; যাজক হওয়ার প্রবল ইচ্ছা; হলেন প্রথমে আগস্টিনিয়ান; পরে ফ্রান্সিসকান। তার প্রার্থনা ও ঈশ্বরের সাথে নিবিড় বন্ধন; শিশু-যিশুর প্রতি ও আরাধ্য সাক্রামেন্তের প্রতি অগাধ ভক্তি; নম্রতা; বাধ্যতা; গঠন গৃহে বা মঠাশ্রমে ঘর ঝাড়ু দেওয়া, হাড়ি-পাতিল ধোয়া-মোছা, টয়লেট পরিষ্কার এমন অতি সাধারণ কাজ করা; হারানো জিনিস ফিরিয়ে পাওয়া; পাপীর মন পরিবর্তন; অলৌকিক কর্মসাধন (শিশুকে জীবিত করা; যুবকের কর্তিত পা জোড়া দেওয়া); আকর্ষণীয় বাচন ভঙ্গি ও শব্দ চয়ন দ্বারা ধর্মোপদেশ; সুদক্ষ ও অদম্য বাণী প্রচারক, (পাদুয়ায় সাধুর জিহ্বা সংরক্ষিত); শাস্ত্র পণ্ডিত (হাতে থাকত সামসঙ্গীত গ্রন্থ) এবং আরো অনেক। সমাপনী প্রার্থনার পূর্বে পালপুরোহিত ফাদার সুব্রত পিউরিফিকেশন ধর্মপল্লীর দুই ফাদারের নামে; লক্ ডাউনের কারণে অনুপস্থিত বিশপ জের্ভাসের নামে সবাইকে পর্বীয় শুভেচ্ছা জানান এবং সকল প্রকার সহযোগিতার জন্য সিস্টারদ্বয়কে, সকল কমিটির সদস্যকে এবং সার্বিকভাবে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান

আড়ম্বরপূর্ণ খ্রিস্টযাগের পর-পরই প্রথমে যাজকদ্বয় এবং পরে দলে দলে ভক্তবৃন্দ সাধু আন্তনীর মূর্তির সামনে এসে ভক্তি-বিশ্বাসে প্রার্থনা করতে থাকে ও মানত-করা দানসামগ্রি মূর্তির সামনে রাখে। সব শেষে আদিবাসী বা বাঙালি কায়দায় সবাই স্বতস্ফূর্তভাবে সামাজিক দূরত্বে পরস্পর পরস্পরকে পর্বীয় শুভেচ্ছা জানায়। এবং আশীর্বাদিত পর্বীয় বিস্কুট হাতে নিয়ে পর্ব ও তীর্থে যোগদানের পরম তৃপ্তি নিয়ে ঘরে ফিরে॥

তেজগাঁও ধর্মপল্লী থেকে লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া : ১৮ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে পালিত হয় পাদুয়ার সাধু আন্তনীর পর্ব। পর্ব উপলক্ষে ১৫-১৭জুন চলে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ প্রার্থনা। তিনদিন পর ১৮ জুন অত্যন্ত ভক্তিসহকারে মহাজ্ঞানী সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করা হয়। ১৮ জুন পর্বীয় খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৯ টায়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করে আর্চবিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ ওএমআই। উপদেশ সহভাগিতায় আর্চবিশপ সাধু আন্তনীর ধর্মের প্রতি অনুরাগ, মা মারীরার প্রতি তাঁর ভক্তি, যিশুর প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা তুলে ধরেন। একই সাথে মহাজ্ঞানী সাধু আন্তনীর জীবনের কিছু অলৌকিক কাজের ঘটনা ব্যক্ত করেন। বৈরী আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। খ্রিস্টযাগ শেষে পাল পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ খ্রিস্টযাগে উপস্থিত খ্রিস্টভক্তদের পর্বীয় শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন॥

বারাকায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ▯ গত ২৬ জুন ২০২১ রোজ শনিবার আলোকিত শিশু প্রকল্পের আওতায় বারাকা ছেলে ও মেয়ে পথশিশুদের দিবা ও রাত্রীকালীন আশ্রয়কেন্দ্র আয়োজিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয় বারাকা ছেলে পথশিশুদের দিবা ও রাত্রীকালীন নিজস্ব আশ্রয় কেন্দ্রে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বারাকা ছেলে ও মেয়ে পথশিশুদের দিবা ও রাত্রীকালীন আশ্রয়কেন্দ্র এর ইনচার্চ মি. আবুল কাসেম সরকার। তিনি বলেন মাদক খাওয়া মানে বিষ খাওয়া। মাদকের কোন সুফল দিক নেই। সুতরাং আমরা কেউ মাদক গ্রহণ করবো না। এরপর সহকারী এডুকেটর মি. নবী হোসেন মাদকের কুফল সর্ম্পকে বলেন। তারপর গার্লস ডিআইসির সহকারী এডুকেটর মিসেস লিভা লিওনী রোজারীও মাদকের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। এরপর বারাকা গার্লস ডিআইসির মেয়ে শিশুরা দলগতভাবে "আমরা করবো জয় নিশ্চয়" গানটির সুরে-সুরে নৃত্য পরিবেশন করেন। বারাকা গার্লস ডিআইসির মেয়ে শিশুদের নৃত্য শেষ হওয়ার পরে বারাকা বয় ডিআইসির ছেলে শিশু নৃত্য পরিবেশন করেন। এরপর পথশিশুরা কিভাবে সেন্টারের বাইরে জীবন-যাপন করে সেটি নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। পরিশেষে গার্লস ডিআইসির সহকারী এডুকেটর মিসেস লিভা লিওনী রোজারীও এর সভাপনী বক্তব্যর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

বটমলী হোম অরফানেজে ওয়াইসিএস সেমিনার

সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ ▯ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে ২১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বটমলী হোম অরফানেজে "আলোকিত মানুষ হতে ওয়াইসিএস (YCS) আন্দোলন" মূলসুরের উপর ভিত্তি করে একটি সেমিনারের অনুষ্ঠিত। প্রথমে কমিশনের সেক্রেটারী সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ এর পরিচালনায় প্রার্থনার মধ্যদিয়ে এই সেমিনার শুরু হয়। এরপর যুব কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন গোছাল ওয়াইসিএস (YCS) কি, কারা করে এবং এর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন (YCS) আন্দোলন খুবই জীবনমুখী আন্দোলন কেননা এটা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে সমগ্র বাস্তবতার চেতনা জাগিয়ে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ অনুসারে জীবন-যাপনের মাধ্যমে নতুন হয়ে নতুন পৃথিবী গড়ার অনুপ্রেরণা দান করে। তিনি আরও বলেন, ওয়াইসিএস YCS আন্দোলন

হ'ল মানুষ হওয়ার আন্দোলন। মান ও চেতনা নিয়ে মানুষ হতে গেলে নিজেকে ভাঙ্গতে ও গড়তে যে অনুশীলন ও সাধনায় একজনকে মানব প্রাণী থেকে মনুষ্যত্বে বিকাশে যাত্রা করতে হয় সেটাকে তিনি মানুষ হওয়ার আন্দোলন হিসাবে ব্যক্ত ক১৪রেন। এরপর যুব কমিশনের এনিমেটর অর্পণ গমেজ ওয়াইসিএস (YCS) এর কর্ম পদ্ধতি তথা দেখা, বিচার বা বিশ্লেষণ করা এবং কাজ করা (See, Judge, Act) বিষয়ে আলোকিত করেন। তিনি সেল মিটিং (Cell Meeting) পরিচালনা পদ্ধতি অংশগ্রহণকারীদের বুঝিয়ে দেন। এরপর অংশগ্রহণকারীগণ সেল মিটিং (Cell Meeting) এ অংশগ্রহণ করে। তিনি মিটিং পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ভ্রান্তিগুলো সংশোধন করিয়ে দেন যাতে ভবিষৎতে তারা যেন সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এই মিটিং পরিচালনা করতে পারে। সবশেষে, অরফানেজ এর পক্ষে সিস্টার মেরী জেইন এসএমআরএ এই আয়োজনের জন্য ঢাকা যুব কমিশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত সেমিনারে ১জন ফাদার, ২ জন সিস্টার, ২জন এনিমেটরসহ ৫০ ছাত্রী অংশগ্রহণ করে॥

কেওয়াচালা সাধু আগষ্টিনের ধর্মপল্লীতে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান

সিস্টার এলিজাবেথ পিমে ▯ গত ৪ জুলাই রোজ রবিবার, কেওয়াচালা ধর্মপল্লীতে ১৮জন ছেলে-মেয়ে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ ৫মাস তাদের সুন্দর প্রস্তুতি দানের মাধ্যমে আজকের এ দিনে তাদের খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করা হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ধর্মপল্লীর পালপুরেহিত ফাদার টমাস কোড়াইয়া। সাথে ছিলেন সহকারি পালপুরোহিত ফাদার কাজল পিউরিফিকেশন। খ্রিস্টযাগে ফাদার উপদেশে ছেলে-মেয়েদের ও তাদের পিতা-মাতাদের বলেন, আজ আপনাদের জন্য যেমন একটি আনন্দের দিন, তেমনি অত্র ধর্মপল্লীর জন্যও আনন্দর বিষয়। আমরা আনন্দিত যে এ করোনাকালেও ছেলেমেয়েরা ক্লাশে এসে সুন্দর প্রস্তুতি নিয়ে প্রভু যিশুকে গ্রহণ করতে পেরেছে॥

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের পর্ব

শাওন আন্তনী রোজারিও ▯ গত ২৫ জুন, শুক্রবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক "দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের" জন্মোৎসব মহাপর্ব মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের মনোনীত বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। সকাল ৬:১৫ মিনিটে প্রথম খ্রিস্টযাগ এবং সকাল ৯টায় দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগে আরো উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজসহ আরো ৭জন যাজক, তিন জন মেজর সেমিনারীয়ান, ব্রাদারগণ, সিস্টারগণ এবং খ্রিস্টভক্তগণ।

ভক্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগ শুরু হয়। বিশপ দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের প্রতি ভক্তির চিহ্নস্বরূপ প্রতিকৃতিতে মাল্য প্রদান, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ধুপারতি প্রদান করেন। তিনি উপদেশ বাণীতে বলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় যোহনের আবির্ভাব হয়। তিনি সবাইকে আহ্বান করেন, আমরা সবাই যেন দীক্ষাগুরু যোহনের মত জাতি বিজাতি সকলের কাছে আলো হয়ে উঠি"। খ্রিস্টযাগের শেষ প্রার্থনার পূর্বে পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ সবাইকে পর্বীয় শুভেচ্ছা জানান এবং সবাইকে সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ জানান। ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সদস্য বিশপকে বেদীর সামনে আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেন এবং ধর্মপল্লীর সকলের পক্ষ থেকে বিশপ মহোদয়কে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে অনেক বছর সেবা করার জন্য এবং তুমিলিয়া ধর্মপল্লীবাসীকে বিভিন্ন সময় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য গান, ফুলের মালা এবং উপহার প্রদানের মধ্যদিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশপ সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং আহ্বান করেন ধর্ম বিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলে, বিশ্বাসের পথে চলতে। খ্রিস্টযাগের শেষে ছবি ও বিস্কুট আর্শিবাদ করা হয়।

উল্লেখ্য, পর্বের আগে নয়দিন সকালে ও বিকালে খ্রিস্টযাগে নভেনার মধ্যদিয়ে ধর্মপল্লীবাসীকে পর্বের জন্য আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে পুরোহিতগণ এসে নভেনার খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জীবন ও গুণাবলীর উপর মূল্যবান উপদেশবাণী প্রদান করেন॥

খ্রিস্টান লেখক ফোরামের সাহিত্য আড্ডা

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া ▯ বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম এর আয়োজনে ভার্চুয়াল সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৬ জুন, শনিবার, সন্ধ্যা ৭:৩০মিনিটে। ফোরামের সভাপতি ভিনসেন্ট খোকন কোড়ায়ার শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং ফাদার দীলিপ এস কস্তার প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে সারা পৃথিবী আজ থমকে গেছে, পিছিয়ে পড়েছে। আমাদের ফোরামের কর্মকাণ্ডও ব্যাহত হয়েছে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের জন্য আমরা যে সব কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছিলাম তার কোনটাই করা সম্ভব হয়নি করোনা মহামারীর কারণে। তিনি আরো বলেন আসুন আমরা সবাই প্রার্থনা করি পৃথিবী যেন খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে, মানবজাতি যেন মুক্ত বাতাসে আবার প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারে। এই আড্ডায় লেখকগণ স্বরচিত লেখা পাঠ করেন এবং মূল্যবান পরামর্শ

ও মতামত সহভাগিতা করেন। ফাদার দীলিপ এস কস্তা খ্রিস্টীয় জীবনে বাইবেলের বাণীর মধ্যদিয়ে আলোকিত হওয়ার আহ্বান জানান এবং লেখার মাধ্যমে খ্রিস্টীয় আদর্শকে তুলে ধরার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। লাভবান না হলেও তিনি থেমে না থেকে লেখকদের লেখা চালিয়ে যাওয়া এবং বই প্রকাশের মধ্যে সাহিত্যে অবদান রাখার জন্য উৎসাহিত করেন সকলকে। রঞ্জনা বিশ্বাস ও থিওফিল নকরেক লেখার মাধ্যমে নিজেদের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সকলের কাছে তুলে ধরার পরামর্শ দেন। খ্রিস্টান লেখক জনগোষ্ঠিকে অন্যান্য সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের সংস্কৃতি, সমাজ ও প্রতিভাকে প্রকাশ এবং মূলধারার সাথে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। অন্যান্য লেখকগণ তাদের স্বরচিত লেখা পাঠ করেন এবং আড্ডায় অংশগ্রহণ করতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন। আড্ডায় অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানান। সবশেষে সিস্টার মেরী প্রশান্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলের সুস্থতা কামনা করে প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন লেখক ফোরামের সহ-সভাপতি দীপালি এম গমেজ॥

খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর কুলিপাড়ার যীশু হৃদয়ের গির্জার পর্ব পালন

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ ⊡ গত ১১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ কুলিপাড়া যীশু হৃদয়ের গির্জার পর্ব পালন করা হয়। খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর প্রতিষ্ঠার এই বছর এক যুগ পূর্ন হলো। আনন্দ উচ্ছাসে হৃদয়ের ভালোবাসার অনুভূতি দিয়ে বাণী প্রচারের আগ্রহ উৎসাহ নিয়ে প্রেরণ কাজের ফসল পার্বত্য এলাকার খ্রিস্টভক্তগণ। বর্তমানে প্রতিটি পাড়াতে সর্বমোট ১২টি গির্জা ও ধর্মপল্লীতে সুদৃশ্য বড় গির্জাঘর খ্রিস্টভক্তদের পরিচিতির সাক্ষ্য বহন করছে।

খাগড়াছড়ির বেতছড়ি এলাকায় রোমান কাথলিক মণ্ডলীর ৩টি গির্জা ঘর রয়েছে ইটছড়ি, সাজেক পাড়া ও কুলিপাড়া এ তিনটি পাড়া ও দূরবর্তী সুউচ্চ পাহাড়ে কমলছড়ির অনুপ্রানিত খ্রিস্টভক্তগণ সহ ৫৫জন যিশু হৃদয়ের পর্বদিন পালন করতে এ পাড়ায় জড়ো হয়েছিল। খ্রিস্টযাগের পূর্বে প্রার্থনা করে কয়েকটি চারা যীশু হৃদয়ের পর্ব উপলক্ষে রোপন করা হয় গির্জায় প্রবেশ করে খ্রিস্টযাগে অনুষ্ঠিত হয়। পরে স্থানীয় মাস্টার শান্তিজ্যোতি চাকমা যিশু হৃদয়ের আশ্চর্য শক্তির কথা সহভাগিতা করেন ও সর্বদা ও সর্বত্র বাণীপ্রচার, ধর্মশিক্ষা, সংলাপ ও দরিদ্রদের উপকারের জন্যে দান করার আহ্বান জানান। পবিত্র খ্রিস্টযাগে যিশু হৃদয় আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু এবং যিশু আমাদের ত্রাণকর্তা, যার কাছে অনন্ত জীবন ও স্বর্গরাজ্য এ কথাগুলো পালপুরোহিত খ্রিস্টযাগের মধ্যে সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে ভোজের জন্য যা আয়োজন করা হলো তা পবিত্র জল ছিটিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। পরে শেষে সবাই এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করে যিশু হৃদয়ের পর্ব উদ্‌যাপন ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আদান-প্রদানের মধ্যদিয়ে শেষ করা হয়॥

সোনাডাঙ্গা উপকেন্দ্রের পর্ব উদ্‌যাপন, প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস ⊡ বিগত ২৭ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার খুলনা ধর্মপ্রদেশের সোনাডাঙ্গা উপকেন্দ্রে পবিত্র যিশু হৃদয়ের মহাপর্ব মহাসমারোহে পালন করা হয়। একই সাথে ১৬ জন ছেলে-মেয়েকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও ২৩ জন ছেলে-মেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়। পর্বীয় মহা-খ্রিস্টযাগ অর্পণ এবং প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী; তাকে সহযোগিতা করেন ফাদার জেমস মণ্ডল ও ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিশপ তার উপদেশ বাণীতে যিশু হৃদয়ের প্রতি খ্রিস্টভক্তদের ভক্তি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বাড়ানোর জন্য আহ্বান করেন এবং প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ লাভকারী ছেলে-মেয়েদের খ্রিস্টযাগ, খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান বাড়াতে; পবিত্র আত্মার বারটি ফল ও সাতটি দানের আলোতে জীবন পরিচালনা করতে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। অতপর খ্রিস্টযাগের শেষে বিশপ মহোদয় হস্তার্পণ লাভকারীদের হাতে হস্তার্পণ সংস্কারের স্মৃতিচিহ্ন, পবিত্র যিশু হৃদয়ের ছবি ও মিষ্টি তুলে দেন। পরিশেষে, সোনাডাঙ্গা উপকেন্দ্রের ইনচার্জ ফাদার জেমস্ মণ্ডলের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তী ঘটে॥

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্রবিতানের জন্য পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত মতামত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা। ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা ও ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

সুখবর ! সুখবর !! সুখবর !!!

সাহিত্য প্রতিযোগিতা- ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সুধী,

প্রতি বছরের মত এবছরও এপিসকপাল যুব কমিশন সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। শ্রেণি ভিত্তিক প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু নিম্নে দেওয়া হলো।

ক-বিভাগ: স্কুল পর্যায়ে (১ম-৩য় শ্রেণি) **বিষয়:** মা-মারীয়া আমার মা **ছড়া:** (কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই) **পোস্টার:** ভালো অংকন কাগজ।	**খ-বিভাগ:** স্কুল পর্যায়ে (৪র্থ-৫ম শ্রেণি) **বিষয়:** যিশুর ভালোবাসা **কবিতা:** (কোন ধরা বাধা নিয়ম নেই) **পোস্টার:** ভালো অংকন কাগজ।
গ-বিভাগ: স্কুল পর্যায়ে (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি) **বিষয়:** বন্ধুদের কাছে যিশুর সাক্ষ্য বহন **ছোটগল্প:** ১২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **প্রবন্ধ:** ১২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **একাঙ্কিকা:** ১২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।	**ঘ-বিভাগ:** স্কুল পর্যায়ে (৯ম-১০ম শ্রেণি) **বিষয়:** পরিবেশ রক্ষায় আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য **ছোটগল্প:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **প্রবন্ধ:** ১২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **একাঙ্কিকা:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।
ঙ-বিভাগ: কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে **বিষয়:** করোনা পরিস্থিতিতে যুবসমাজের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তোরনের উপায় **ছোটগল্প:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **প্রবন্ধ:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **একাঙ্কিকা:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।	**চ-বিভাগ:** অভিভাবক ও সর্ব সাধারণ **বিষয়:** সাধু যোসেফ: আদর্শ পিতা ও স্বামী **ছোটগল্প:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **প্রবন্ধ:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। **একাঙ্কিকা:** ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

(১) ছোটগল্প, প্রবন্ধ, একাঙ্কিকা ও ছড়া সাদা কাগজের একপিঠে ও চারিদিকে এক ইঞ্চি মার্জিন রেখে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে কালো কালি দিয়ে লিখতে হবে।

(২) অন্য ধরণের কাগজ, উভয় পিঠে লেখা, পেন্সিল দিয়ে লেখা ও মার্জিন ছাড়া লেখা গ্রহণ করা হবে না।

(৩) নির্ধারিত একটি বিভাগের তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন দুইটি বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(৪) এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটোসহ আলাদা পৃষ্ঠায় প্রতিযোগিকে শুধুমাত্র নিম্নোক্ত তথ্য-গুলি উল্লেখ করতে হবে- বিভাগের নাম (ক, খ, গ, ঘ, ঙ ও চ উল্লেখ করুন)। বিষয়: (প্রবন্ধ/গল্প/একাঙ্কিকা/ছড়া/পোস্টার)। লেখার শিরোনাম, প্রতিযোগির পুরো নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে), পিতার নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে), মাতার নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে), ডাক যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, শ্রেণি, প্রধান শিক্ষকের বা অধ্যক্ষ (বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান)- এর স্বাক্ষর ও সীলমোহর। "চ" বিভাগ পর্যায়ে বিভাগের নাম, বিষয়, লেখার শিরোনাম, প্রতিযোগির পুরোনাম, পিতার নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে) ডাক যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা, পেশা উল্লেখ করতে হবে।

(৫) প্রতিযোগিতায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(৬) **লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ: ৩০ আগষ্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।** [লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ পরিবর্তনের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে যা **'যুব দৃষ্টি'** পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হবে]।

(৭) প্রতিযোগিতায় প্রতি বিষয়ে পুরষ্কারের মূল্যমান নিম্নরূপ:

পর্যায়	ক-বিভাগ	খ-বিভাগ	গ-বিভাগ	ঘ-বিভাগ	ঙ-বিভাগ	চ-বিভাগ
প্রথম	৯০০ টাকা	৯০০ টাকা	১১০০ টাকা	১১০০ টাকা	১৩০০ টাকা	১৩০০ টাকা
দ্বিতীয়	৭০০ টাকা	৭০০ টাকা	৯০০ টাকা	৯০০ টাকা	১১০০ টাকা	১১০০ টাকা
তৃতীয়	৫০০ টাকা	৫০০ টাকা	৭০০ টাকা	৭০০ টাকা	৯০০ টাকা	৯০০ টাকা

(৮) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীর পুরষ্কারের টাকা নগদ দেয়া হবে এবং সঙ্গে একটি করে আর্কষণীয় প্রশংসাপত্র দেয়া হবে। অন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা ৫০% ও তার অধিক নম্বর পাবেন তাদেরকেও প্রশংসাপত্র প্রদান করা হবে।

(৯) প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরষ্কার সম্বন্ধে প্রত্যেক বিজয়ী প্রতিযোগিকে মোবাইলে বিস্তারিত জানানো হবে। এছাড়াও ২০২১ খ্রিস্টাব্দের যে সমস্ত **'ত্রৈমাসিক যুব দৃষ্টি'** পত্রিকা প্রকাশিত হবে তাতে চোখ রাখুন সারা বছর।

(১০) এপিসকপাল যুব কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত বিচারক মণ্ডলীর রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(১১) প্রতিযোগিতায় পাঠানো লেখা ই-মেইল/ডাক অথবা সরাসরি হাতে পাঠাতে পারেন। আমাদের কাছে পাঠানো যে কোন লেখা অ-ফেরত যোগ্য।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

বরাবর, সম্পাদক
ত্রৈমাসিক "যুব দৃষ্টি" এপিসকপাল যুব কমিশন
সিবিসিবি সেন্টার, ২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

মোবাইল: ০১৭৩২০০৫০৪৫
০১৭৪৩৪৫২৮০০
E-mail: ec_y2009@yahoo.com

বিজ্ঞ/১৯৯/২১

মহাপ্রয়াণের তৃতীয় বার্ষিকী

তিনটি বছর শেষে আবার সেই দিনটি ফিরে আসলো, গত ১৬ জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে তুমি এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পিতার কাছে ফিরে গিয়েছ। তোমার অনুপস্থিতি এখনো আমাদের মেনে নিতে অনেক কষ্ট হয়। পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে তুমি ছিলে একজন আদর্শ যাজক, ভাই এবং একজন স্নেহবান অভিভাবক। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তোমার যাজকীয় কাজ তুমি করেছ। তোমার শূন্যতা আমরা অনুভব করি এবং তোমার আদর্শ আমরা লালন করি। তুমি আমাদের আশির্বাদ কর যেন আমরা তোমার দেখানো আদর্শ মেনে পরম পিতার সাথে একদিন মিলিত হতে পারি।

প্রয়াত ফাদার জ্যোতি এ গমেজ
জন্ম : ২১ জানুয়ারি, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
যাজক অভিষেক : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৬ জুলাই, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

তোমার একান্ত আপনজনেরা,
ভাই : সুব্রত এডুয়ার্ড গমেজ
বোনেরা, ভাইবউ, ভাইপো-ভাইঝি
ভাগিনা-ভাগিনী, নাতি-নাতনী এবং আত্মীয়-পরিজন

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

"তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম"

প্রয়াত ডানিয়েল প্রভাত টলেন্টিনু
জন্ম : ১৯ মার্চ, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৬ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
আড়াগাঁও, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

দেখতে-দেখতে একটি বছর হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে স্বর্গীয় পরম পিতার কাছে চলে গেছো। এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে ভাবতেই পারিনি। তোমার অভাব প্রতিনিয়ত আমাদের কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। তোমাকে হারিয়ে আমরা পথহারা পথিকের মতো হয়ে পড়েছি। মা এবং আমরা পরিবারের সকলে আজ গভীর শোকে শোকাহত।

তুমি আজ জীবিত থাকলে কত সুখেই না আমাদের পরিবারের দিনগুলি কাটতো। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর এবং ছায়া হয়ে সবসময় পাশে থাকো।

তোমাকে হারিয়ে শোকাহত,
স্ত্রী : শিখা মার্গারেট রোজারিও
ছেলে : প্যাট্রিক পল টলেন্টিনু
বড় মেয়ে ও মেয়ে জামাই : সুমী ও বিদ্যুৎ এসেনসন
ছোট মেয়ে ও মেয়ে জামাই : সুইটি ও তাপস বর্মা
নাতীন ও নাতী : পরমা ও তোরণ

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 26

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২৬

Regd. No. DA-33
❖ 18 - 24 July, 2021, ৩ - ৯ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রয়াত ফাদার
বকুল এস রোজারিও সিএসসি

ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

জন্ম : ১৮ জুলাই, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৪ জুলাই, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ

তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহাপরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম -

আজ ২৪ জুলাই, এই দিনে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আজও আমাদের এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নিতে কষ্ট হয় যে, তুমি আমাদের মাঝে নেই; তবুও তুমি বেঁচে আছ আমাদের হৃদয় মাঝে, আছ তোমার অসংখ্য ছাত্র এবং প্রিয়জনদের হৃদয়ে। আমরাও বেঁচে আছি তোমার আদর, স্নেহ ও ভালবাসাকে সম্বল করে।

তুমি স্বর্গধাম হতে আমাদের আশির্বাদ কর যেন, আমরা তোমার ভাল কাজ, ভালবাসা, উদারতা, ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাশীলতা অনুসরণ করতে পারি এবং ভালবাসা, একতায়, মিলন ও শান্তিতে একত্রে বাস করতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তোমারই শোকার্ত পরিবারবর্গ

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**, Web: weekly.pratibeshi.org